শিক্ষক সহায়িকা

জীবন ও জীবিকা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরার পথে লন্ডনে যাত্রাবিরতির সময় ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানান

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে এবং ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। দীর্ঘ নয় মাস কারাভোগের পর ৮ই জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরার পথে লন্ডনে যাত্রাবিরতির সময় ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

জীবন ও জীবিকা

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

মোঃ মুরশীদ আকতার
মোসাম্মৎ খাদিজা ইয়াসমিন
সৈয়দ মাহফুজ আলী
ড. প্রবীর চন্দ্র রায়
হাসান তারেক খাঁন
মিশাল ইসলাম
মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভূঁঞা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২
পুনর্মুদ্রণ: ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ
ইউসুফ আলী নোটন
প্রমথেশ দাস পুলক

প্রচ্ছদ
ইউসুফ আলী নোটন

গ্রাফিক্স
মো: রুহুল আমিন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

কিছু কথা

অনেক দৃশ্য আমাদের মন ভালো করে দেয়। এই যেমন, পাখিরা যখন ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, তখন ওদের কত সুখী ও নির্ভার মনে হয়! তখন আমাদেরও ইচ্ছা করে, ওদের মতো ডানা মেলে উড়তে! ছোটবেলা থেকে এ রকম কত অদ্ভুত ও মজার স্বপ্ন আমাদের মনের আকাশে উঁকি দেয়। আমরাও চাই জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময় করে তুলতে। এমন কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চাই, যা করতে ভালো লাগে। চাই আগামী দিনগুলোতে সুন্দর ও নিরাপদভাবে বাঁচতে। এসব প্রত্যাশাকে সামনে রেখে এবারের শিক্ষাক্রমে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সময়ের স্রোতে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আমাদের অনেক পরিবর্তন এসেছে। পরিবারের মা-বাবাসহ অন্য সবার ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। ফলে ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে হবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কীভাবে আনন্দ নিয়ে কাজ করতে পারে, নিজের জীবনের ইতিবাচক দিকগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারে এবং নিজেকে সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখার কৌশল রপ্ত করতে পারে- তা এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টিতে আগামী দিনগুলোতে জীবিকার জন্য যেকোনো কাজে আনন্দময় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতার পরিচর্যা ও অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। একইসাথে আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠে, সেভাবেই এই বিষয়টির নকশা করা হয়েছে।

'কাজের মাঝে আনন্দ' এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা পরিবারের জন্য সারাবছরের বাজেট তৈরি ও অনুসরণ করবে। পাশাপাশি নিজ ও পারিবারিক অন্যান্য কাজগুলোও নিয়মিত অনুশীলন করবে। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা 'পেশার রূপবদল'-এ আমাদের কৃষি, সেবা ও শিল্পখাতের পেশায় যেসব পরিবর্তন এসেছে এবং এই পরিবর্তনের কারণে যেসব দক্ষতা অর্জন করা জরুরি, সেগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে নিজেদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাবে। তৃতীয় অভিজ্ঞতা 'আগামীর স্বপ্ন'-এ ভবিষ্যতে নতুন যেসব প্রযুক্তি আসবে, আমাদের পেশাগত ক্ষেত্রে সেগুলোর সম্ভাব্য ব্যবহার কেমন হতে পারে- সে সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নিজেকে ভবিষ্যতের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য প্রস্তুত করবে।

চতুর্থ অভিজ্ঞতা ‘আর্থিক ভাবনা’য় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কেনাকাটার ক্ষেত্রে যৌক্তিকভাবে আর্থিক লেনদেন করা এবং লেনদেনে কী ধরনের নৈতিকতা সবার অবশ্যই মেনে চলা উচিত, তা অনুশীলন করবে। পঞ্চম অভিজ্ঞতা ‘আমার জীবন আমার লক্ষ্য’ তে এসে নিজের পছন্দ, আগ্রহ ও সামর্থ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে নিজের জন্য আপাত একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করবে। এরপর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করার প্রয়াস নেবে। ষষ্ঠ অভিজ্ঞতা ‘দশে মিলে করি কাজ’-এ দলগত বিভিন্ন কাজ চর্চার মাধ্যমে যেকোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাবে।

সবশেষে রয়েছে তিনটি স্কিল কোর্স: কুকিং ২, কেয়ার গিভিং ১ এবং মুরগি পালন। এই তিনটি কোর্সে সন্নিবেশিত দক্ষতা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে বিশেষ কিছু যোগ্যতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনকে সহজ ও সুন্দর করে তুলবে।

সকল শিক্ষার্থীর জন্য কেয়ার গিভিং-১ বাধ্যতামূলক। কুকিং-২ এবং মুরগি পালন থেকে যেকোনো একটি কোর্স শিক্ষার্থীরা নির্বাচন করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য এখান থেকে যেকোনো একটি কোর্স নির্ধারণ করবে। বিদ্যালয়ের সক্ষমতা ও এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে আরও কোর্স ডিজাইন করা হতে পারে। তখন হয়তো শিক্ষার্থীদের জন্য পছন্দ অনুসারে বিকল্প নির্বাচনের সুযোগ থাকবে।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, এই শিক্ষক সহায়িকার পরিকল্পনা অনুযায়ী, আপনারা শিক্ষার্থীদের যে সব কাজ করাবেন, তা যেন আমাদের শিক্ষার্থীরা নিজের সৃজনশীলতা খাটিয়ে সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করে, তা বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। পাশাপাশি সহায়িকায় বর্ণিত প্রতিটি কাজ যেন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করে তাও পর্যবেক্ষণে রাখবেন। প্রয়োজনে অভিভাবক, পাড়া-প্রতিবেশীর সহায়তা নেবেন। আপনাদের কাছে আরও অনুরোধ, আপনারা শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল ও আন্তরিক পরিবেশ তৈরি করে তাদের কাজগুলোতে যথাসাধ্য সহায়তা করবেন এবং তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করবেন। আমাদের সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণেই সম্ভব সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

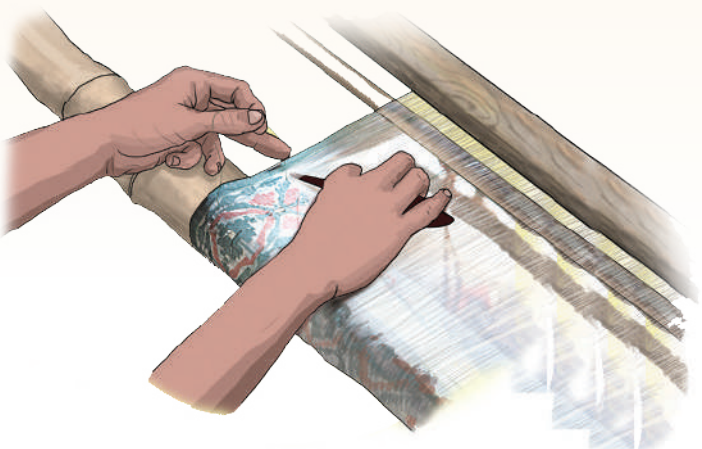

সূচিপত্র

জীবন ও জীবিকা: বিষয় পরিচয়	১-১২
কাজের মাঝে আনন্দ	১৩-২১
পেশার রূপ বদল	২২-৩০
আগামীর স্বপ্ন	৩১-৩৭
আর্থিক ভাবনা	৩৮-৪৫
আমার জীবন আমার লক্ষ্য	৪৬-৫১
দশে মিলে করি কাজ	৫২-৫৮
স্কিল কোর্স-১: কুকিং	৫৯-৬৪
স্কিল কোর্স-২: কেয়ার গিভিং	৬৫-৬৯
স্কিল কোর্স-৩:মুরগি পালন	৭০-৭৫

জীবন ও জীবিকা বিষয় পরিচয়

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

নতুন প্রজন্মকে নিরাপদ বিশ্ব উপহার দেয়ার দায়ভার আমাদের। ভবিষ্যতের অচেনা পৃথিবীতে তারা যেন সুন্দরভাবে পথ চলতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা আমাদের দায়িত্ব। এই লক্ষ্যে এমন একটি নতুন ভ্রমণ শুরু করতে যাচ্ছি, যেখানে আমরা শিক্ষকরাই হলাম মূল চালক বা ড্রাইভার।

বাংলাদেশের ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ইত্যাদির সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তনশীল বিশ্বে টিকে থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার উন্নয়ন ঘটানো আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা ও বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইতোমধ্যেই 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে প্রণীত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের যেসকল যোগ্যতা আবশ্যকীয়ভাবে অর্জন করতে হবে, তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করার জন্য নতুন করে

বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ের ধারণায়ন সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টি জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ -এ একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতা অর্জন করবে, সেই সাথে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

এই বিষয়টিতে শিক্ষার্থীরা শুধু বিষয়বস্তু পড়ে মনে রাখার চেষ্টা করবে তা নয়; বরং হাতে-কলমে কাজ করে একদিকে যেমন তাদের জ্ঞান অর্জন অব্যাহত রাখবে; একইসাথে সরাসরি বিভিন্ন ধরনের কাজ শিখে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ ঘটাবে। এই শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কাঙ্খিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করাবেন, তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখানে, শিক্ষক একজন সহায়তাকারী হিসেবে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করবেন। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য ও তত্ত্ব উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিবেন এবং নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য যেসব অভিজ্ঞতার নকশা বা ডিজাইন করে দেওয়া আছে, তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আমরা আশা করছি, 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা যথাযথভাবে অনুসরণ করে, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদের কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষক কার্যকর সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হবেন।

এই বিষয়টির প্রতিটি অধ্যায়ে/অভিজ্ঞতায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী জীবন ও জীবিকার সন্ধানে যেসব যোগ্যতা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অর্জন করা জরুরি, সেগুলোকে অভিজ্ঞতামূলক শিখনের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে খুব সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনোজগতে আত্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, যা একটি সুস্থ ও সুখী সমাজ গঠনে অত্যাবশ্যক। সকল শিক্ষার্থীই বড় বিজ্ঞানী কিংবা স্মরণীয় একজন হয়তো হবে না, কেউ কেউ হবে; কিন্তু প্রত্যেকেই যেন পরবর্তী সময়ে কর্মক্ষেত্রে তার প্রতিভার সর্বোচ্চ স্বাক্ষর রাখতে পারে, তা বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ জীবন ও জীবিকা বিষয়টিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যার মাধ্যমে অর্জিত যোগ্যতা শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সুখী ও সুন্দর জীবনযাপন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য পথ বেছে নিতে অর্থাৎ ক্যারিয়ার প্লানিং-এ সহায়তা করতে পারে। এখান থেকে কাজ শিখে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থনীতিবিদ, বিনিয়োগকারী, আবিষ্কারক, শিল্পোদ্যোক্তা, দক্ষ শ্রমিক, চাকুরিদাতা, শিক্ষক, উৎপাদনকারী, সমাজসেবক এবং পরিবেশপ্রেমী কিংবা নতুন প্রযুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা হয়ে গড়ে উঠবে ।

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

নতুন শিXক্ষাক্রমে কোনো একটি বিষয়ের মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণি শেষে যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে, তা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত যোগ্যতাগুলো বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী নামে পরিচিত। 'জীবন ও জীবিকা'র বিষয়ভিত্তিক বিবরণী হলো:

'পরিবর্তনশীল কর্মজগত, কর্মের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সকল কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন করা, কর্মজগতে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে দৈনন্দিন কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাক-যোগ্যতাসহ কর্মজগতের উপযোগী প্রায়োগিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা, কর্মজগতে ঝুঁকিমুক্ত ও সুরক্ষিত থেকে ভবিষ্যৎ দক্ষতায় অভিযোজন করতে পারা এবং সকলের জন্য নিরাপদ ও আনন্দময় কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অবদান রাখতে পারা'।

বিষয়ের ধারণায়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রযাত্রার ফলে এই শতাব্দীর শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়তই একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে জীবিকা বদলে যাচ্ছে, নিত্য নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বর্তমান বিশ্ব চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছে। একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, যে শিশুরা আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়, তাদের ৬৫% কর্মজগতে প্রবেশ করবে এমন একটি কাজ বা চাকুরি নিয়ে, যে কাজের বা চাকুরির কোনো অস্তিত্বই বর্তমানে নেই । এরকম দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অজানা বিশ্বকে বিবেচনা করে, আজকের শিক্ষার্থীদের, তাদের কর্মজগতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের লক্ষ্যে ‘জীবন ও জীবিকা’ বিষয়টির নকশা প্রণয়ন করা হয়।

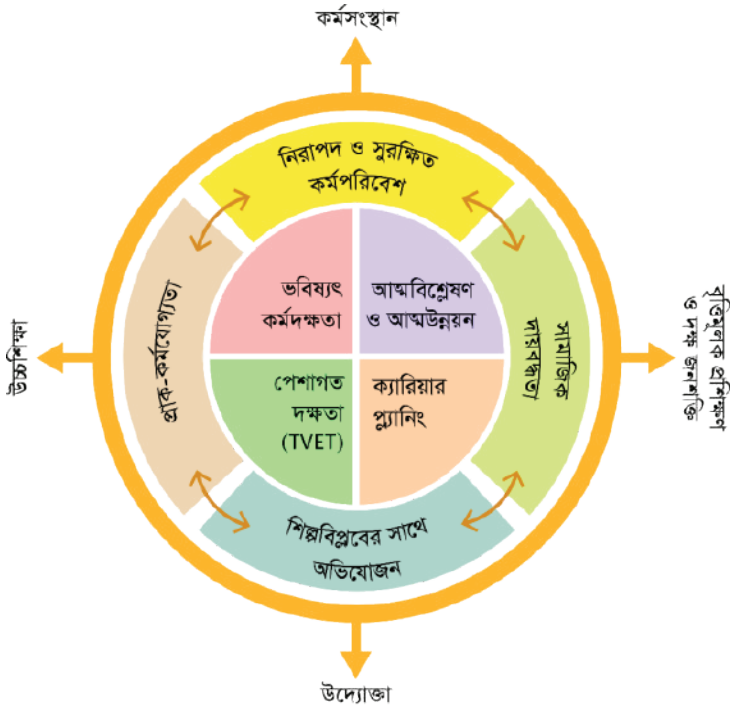

এই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরি এবং প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজ করার সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। জীবন ও জীবিকা বিষয় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে এবং তা কাজে লাগিয়ে আগামীতে শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যেকোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারবে।

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই বিষয়ের জন্য চারটি মাত্রা বা ডাইমেনশন নির্ধারন করা হয়েছে:

১. আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউন্নয়ন:

২. ক্যারিয়ার প্ল্যানিং (কর্মজীবন পরিকল্পনা):

৩. পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

৪. ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা

উক্ত চারটি ডাইমেনশন যে বিষয় বা ইস্যুগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, সেগুলো হলো-

ক) সামাজিক দায়বদ্ধতা

খ) শিল্প বিপ্লবের সাথে অভিযোজন

গ) প্রাক-কর্মযোগ্যতা

ঘ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপান্তে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে, বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) কোর্স সংশ্লিষ্ট কোনো একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে সরাসরি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে অথবা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

নতুন শিক্ষাক্রমের একটি বিশেষ দিক হলো- অভিজ্ঞতামূলক শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আমাদেরকে অভিজ্ঞতামূলক শিখন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করা জরুরি। আমরা জানি, জীবনের পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে আমাদের আচরণের যে বাঞ্ছিত ও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে, তার স্থায়ী রূপ হলো শিক্ষা। সুতরাং শিখনের পূর্বশর্তই হলো অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে শিখন সম্পন্ন হয়, তা স্থায়ী হয় এবং ক্রমাগত উপলব্ধি বা প্রতিফলনের মাধ্যমে আচরণের ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটে। এবারের শিক্ষাক্রমে তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে সন্নিবেশিত চক্রটিতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ধাপগুলো দেখানো হয়েছে।

চিত্র: অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্র

শিখন চক্রটির দিকে লক্ষ করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব, শিক্ষার্থীরা তার শিখন প্রক্রিয়ায় যদি এই ধাপগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে শিখন স্থায়ীত্ব পাবে এবং কার্যকর শিখন নিশ্চিত হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক; আগামীতে আমাদের ঘরের (গৃহস্থলি) কাজে সহায়তাকারীর (গৃহকর্মী) ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে; কিংবা এসব কাজ চলে যেতে পারে রোবটের দখলে। তাহলে রোবট বানানোর কাজটা কে করবে? রোবট কাজগুলো কীভাবে করবে, সেগুলোর জন্য প্রোগ্রামিং কে বানাবে? ধরুন, আমাদের কোনো শিক্ষার্থী 'বাবুর্চি রোবট' বানাতে চায়; সে চায় এই রোবট তার কমান্ড অনুযায়ী ডিম পোচ, কিংবা ভাজা অথবা সিদ্ধ করে সামনে নিয়ে আসুক। কিন্তু সে যদি কত তাপমাত্রায় এবং কীভাবে ডিম পোচ করতে হয়; কখন, কতটুকু লবণ দিতে হয়, পছন্দমতো নরম রাখতে হলে কত মিনিট তাপে রাখতে হয় কিংবা পানিতে নাকি তেলে ঢালতে হয়, ইত্যাদি নিজে যথাযথভাবে না জানে, তাহলে প্রোগ্রামিং যথাযথ হবে কি? নিশ্চয়ই না। কেবল তত্ত্ব শিখে কি বিমান বানানো যায়, নাকি মহাকাশে উড়াল দেওয়া যায়? এর জন্য বাস্তব জ্ঞানের সমন্বয় প্রয়োজন। তত্ত্ব এবং বাস্তব অনুশীলন একটি অপরটির পরিপূরক। কেবলমাত্র তত্ত্বগত বিদ্যা বা জ্ঞান কখনোই প্রকৃত শিখন নিশ্চিত করে না। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যখন তত্ত্ব আবিষ্কার বা উন্মোচন বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তখনই সত্যিকার অর্থে, শিখন পূর্ণতা পায়। তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের একটি যোগ্যতা অর্জন করানোর ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক কীভাবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখার চেষ্টা করি। 'জীবন ও জীবিকা'য় শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত অনেকগুলো যোগ্যতার মধ্যে একটি হলো- 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক একটি ইভেন্ট/কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করতে পারা'।

উক্ত যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য অভিজ্ঞতামূলক শিখন চক্র অনুসরণ করে শিক্ষক যেভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, তার একটি নমুনা তুলে ধরা হলো:

প্রথম ধাপ: অভিজ্ঞতা

এই ধাপে প্রথমে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী কী অনুষ্ঠান দেখেছে, তা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা শোনার পর তাদেরকে দুটি অনুষ্ঠানের দৃশ্যপট পড়তে দেওয়া হলো। অথবা কোনো একটি অনুষ্ঠান তাদেরকে সরাসরি দেখানো হলো, অথবা কোনো একটি অনুষ্ঠানের ভিডিওচিত্র দেখানো হলো। এগুলো পর্যবেক্ষণ করে উক্ত আয়োজন বা অনুষ্ঠানের সবল ও দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করতে দেওয়া হলো। এই কাজগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করবে।

দ্বিতীয় ধাপ: প্রতিফলন

এবার এই ধাপে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে অনুষ্ঠানটি আরও সুন্দর, আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে কী কী করা যেত, তা তাদেরকে দলগত আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হলো । অর্থাৎ কীভাবে আয়োজন করলে নিখুঁত একটি অনুষ্ঠান হতে পারে, সেই ভাবনা তাদেরকে উপস্থাপন করার সুযোগ করে দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আয়োজনটিকে সাজানোর চেষ্টা করবে।

তৃতীয় ধাপ: বিমূর্ত ধারণায়ন

এই ধাপে নিঁখুতভাবে অনুষ্ঠান আয়োজন বা (ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট) সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে দক্ষ করে তোলার জন্য শিক্ষক তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ করলেন। এর পাশাপাশি তিনি তাদেরকে আরও অন্যান্য বই, পত্র-পত্রিকা, ভিডিও অথবা প্রতিষ্ঠানে উপরের ক্লাসের (বড়দের) শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিস্তারিত জানার সুযোগ করে দিলেন। এভাবে প্রাপ্ত সকল তথ্য শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলনের মাধ্যমে অর্জিত শিখনকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করে তুলবে এবং বিষয়টি সম্পর্কে তারা সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবে।

চতুর্থ ধাপ: সক্রিয় পরীক্ষণ

এই ধাপে শিক্ষার্থীকে উক্ত কাজগুলো করার জন্য নতুন কোনো পরিস্থিতি তৈরি করে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের এই অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সুযোগ দেওয়া হবে। ফলে তাদের অভিজ্ঞতাটি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে এবং শিক্ষার্থীর স্থায়ী শিখন নিশ্চিত হবে । ফলে পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের এই সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অন্যান্য যেকোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করার যোগ্যতা অর্জন করবে । এভাবে শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানকে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়ে উঠবে অর্থাৎ 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বা অনুষ্ঠান আয়োজন'এর যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। এভাবে শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানকে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়ে উঠবে ।

যেকোনো শিখনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া উপরের ধাপগুলো অতিক্রম করেই সম্পন্ন হয়। এই চক্রটি স্পাইরালও হতে পারে। কার্যকর শিখন নিশ্চিত করার জন্য একই ধাপ পুনরাবৃত্তিও হতে পারে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চক্রের যেকোনো ধাপ থেকে, যেকোনোভাবে কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ায় যে ধরনের অনুশীলন বা চর্চার সুযোগ রাখা হয়েছে সেগুলো হলো-

- আনন্দময় শিখন
- পঞ্চইন্দ্রিয়ের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে হাতে কলমে শিখন
- প্রজেক্টভিত্তিক, অনুসন্ধানভিত্তিক, সমস্যাভিত্তিক এবং চ্যালেঞ্জভিত্তিক শিখন
- সহযোগিতামূলক শিখন, একক, জোড়া এবং দলগত কাজসহ স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ
- বিষয়নির্ভর না হয়ে প্রক্রিয়া এবং প্রেক্ষাপটনির্ভর শিখন
- অনলাইন শিখনের ব্যবহার ইত্যাদি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে ফলপ্রসূ করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক, একীভূত ও অর্ন্তভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন, যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হবে, এই শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে শিখন কার্যক্রম আবর্তিত হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই শিক্ষক সহায়িকার পরবর্তী অংশে পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়ভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যক্রমগুলো অভিজ্ঞতামূলক শিখনচক্র অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সাজানো রয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করলে সহজেই অভিজ্ঞতামূলক শিখন নিশ্চিত করতে পারবেন।

যোগ্যতার ধারণা

আমাদের নতুন শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক। শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতামূলক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করবে। সেক্ষেত্রে নতুন শিক্ষাক্রমে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তা জানা প্রয়োজন। এছাড়া, শিক্ষাক্রমের যথাযথ উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতেও যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ ধারণা তৈরি করা প্রয়োজন। এখানে যোগ্যতা বলতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে।

উদাহরণস্বরূপ, 'অনুষ্ঠান আয়োজন বা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট' কীভাবে করবে, তা বই পড়ে বা শুনে বা ভিডিও দেখে বা শিক্ষকের ব্যাখ্যা থেকে একজন শিক্ষার্থী জানতে পারে, এতে তার জ্ঞান অর্জিত হয়। ঐ শিক্ষার্থী যদি সবধরনের নিয়মকানুন মেনে, নিরাপত্তা বজায় রেখে উক্ত কাজটি করতে পারে, তবে তার দক্ষতা তৈরি হয়। আর যদি সে কাজটি করার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব উপায়ে কিংবা সাশ্রয়ী হয়ে বা অপচয় কমিয়ে এবং অন্যের কোনো ক্ষতি বা অসুবিধা তৈরি না করে কাজটি করতে পারে, তাহলে তার মূল্যবোধ অর্জিত হয়েছে বলা যায়। একইসাথে, যদি সে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে সবার প্রবেশযোগ্যতা নিশ্চিত করে কাজটি সম্পাদন করে এবং কাজটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে নান্দনিকতা বজায়ে সচেষ্ট থাকে, তাহলে তার দৃষ্টিভঙ্গিও অর্জিত হয়েছে বলা যায়। এই জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন বা উদ্ভুত যেকোনো পরিস্থিতিতে যখন শিক্ষার্থী কাজটি করতে সক্ষম হবে, তখন তার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে বলে ধরা হয়। সুতরাং একজন শিক্ষার্থী 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক একটি ইভেন্ট/কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করতে পারা' - এই যোগ্যতা অর্জন করা বলতে বুঝায়, যখন নতুন কোনো পরিস্থিতিতে উক্ত কাজটি করার ক্ষেত্রে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি এই চারটি উপাদানের সমন্বিত আচরণ সে প্রদর্শন করতে পারে। এভাবেই নতুন শিক্ষাক্রমে যোগ্যতার (Competency) ধারণাকে পূর্বের শিখনফল (Learning outcome) এর ধারণা থেকে একটি ভিন্নরূপ দিয়েছে। আমরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখনে চারটি উপাদানের সমন্বিত প্রতিফলন দেখতে চাই। কেবল কাগুজে শিখন কিংবা যান্ত্রিক দক্ষতা অর্জনই এই নতুন শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নয়, বরং মানবিক বোধসম্পন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য।

শ্রেণির নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ

সপ্তম শ্রেণি সম্পন্ন করার পর একজন শিক্ষার্থী যে সব যোগ্যতা অর্জন করবে বলে শিক্ষাক্রমে প্রত্যাশা করা হয়েছে, তা হলো-

৭.১ ব্যক্তিগত পছন্দ, সামথ্য ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা।

৭.২ সেবা, শিল্প ও কৃষি খাতে দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে পারা এবং ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী সম্ভাব্য পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ অনুসন্ধান করতে পারা।

৭.৩ দলগতভাবে সামাজিক/ স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধান করতে পারা।

৭.৪ পারিবারিক আয় ও ব্যয় বিবেচনা করে পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারা এবং পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করতে পারা।

৭.৫ আর্থিক কার্যক্রমে নৈতিকতা বজায় রেখে যৌক্তিকভাবে নিজ ও পরিবারের আর্থিক লেনদেন সম্পাদনে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি (বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, থ্রিডি প্রিন্টিং ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যবস্থায় এর প্রভাব অন্বেষণ করতে পারা।

৭.৭ কৃষি ও সেবা খাতের প্রতিটি থেকে একটি করে কাজ/ আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।

শিখন ঘণ্টা

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ ও শিখন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে যোগ্যতা ও যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুসমূহের জন্য একটি যৌক্তিক ক্রম (Sequencing) তৈরি করা হয়েছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্লাস/ শ্রেণিকক্ষের ধারণা থেকে বের হয়ে এসে শিখন ঘণ্টা (learning hour) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিখন ঘণ্টার আওতায় শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরের (বাড়িতে, মাঠে কিংবা ফিল্ড ট্রিপ) সকল কাজকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এক বছরে জীবন ও জীবিকা বিষয়ের জন্য ৮৪ ঘণ্টা শিখন ঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কৃষি ও সেবা খাতের প্রতিটি থেকে একটি করে কাজ/ আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনের জন্য কয়েকটি কোর্স নকশা করা হয়েছে।এবছর পরীক্ষামূলকভাবে সপ্তম শ্রেণির জন্য সেবাখাত থেকে দুটি কোর্স (কুকিং-২ ও কেয়ার গিভিং-১) এবং কৃষিখাত থেকে একটি (মুরগি পালন) কোর্সের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সকল শিক্ষার্থীর জন্য কেয়ার গিভিং-১ বাধ্যতামূলক। কুকিং-২ এবং মুরগি পালন থেকে যেকোনো একটি কোর্স শিক্ষার্থীরা নির্বাচন করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য এখান থেকে যেকোনো একটি কোর্স নির্ধারণ করবে। বিদ্যালয়ের সক্ষমতা ও এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে আরও কোর্স ডিজাইন করা হতে পারে। তখন হয়তো শিক্ষার্থীদের জন্য পছন্দ অনুসারে বিকল্প নির্বাচনের সুযোগ থাকবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো একটি কোর্স নির্বাচন করে তা সম্পন্ন করতে পারবে।

শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার: সাধারণ নির্দেশাবলী

- যোগ্যতার উপাদানগুলোর সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমে সকল শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- জীবন ও জীবিকা বিষয়ের প্রতিটি যোগ্যতার জন্য প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার নমুনা অনুসরণ করবেন। একই সাথে নতুন অভিজ্ঞতা তৈরিতে সচেষ্ট হবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে যেখানে শিক্ষার্থীর জন্য কাজ দেওয়া আছে, সেগুলো অবশ্যই শিক্ষার্থীদের দিয়ে অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে, শ্রেণির কাজের সাথে সাথেই শিক্ষার্থীরা ছক বা ঘরগুলো পূরণ করছে কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে। প্রতি সপ্তাহে একবার জমা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছকের নির্ধারিত ঘরে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক/ পরামর্শ প্রদান করতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে আমরা যেভাবে শ্রেণির কাজ দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের খাতা মূল্যায়ন করি, এখানেও একই কাজ করতে হবে। এখানে পাঠ্যপুস্তকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে খালিজায়গা বা শূন্যস্থান রাখা হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য অর্থাৎ কর্মপত্রগুলো পাঠ্যপুস্তকের সাথেই সংযুক্ত অবস্থায় রয়েছে। একারণে শিক্ষার্থীরা যেন পাঠ্যপুস্তক যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে এই বিষয়টি বছরের শুরুতেই সকল শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণকে অবহিত করতে হবে।\

- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকায় যেসব রুব্রিক্স ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া আছে, সেগুলো অনুসরণ করতে হবে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের জন্য পারদর্শিতার নির্দেশক (Performance indicator-PI) অনুযায়ী প্রমাণপত্র (অর্পিত কাজ, প্রজেক্ট প্রতিবেদন, পোস্টার, প্রস্তুতকৃত মডেল/ নমুনা ইত্যাদি) সংরক্ষণ করবেন, ঠিক যেভাবে আগে আমরা পরীক্ষার খাতাগুলো সংরক্ষণ করতাম। একইসাথে শিক্ষার্থীরাও যেন পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত কর্মপত্র, ছক যথাযথভাবে নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করে, তা বিশেষভাবে অবহিত করবেন। উক্ত প্রমাণপত্র এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই অগ্রগতি প্রতিবেদন বা রিপোর্ট কার্ড তৈরি করে শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবককে অবহিত করতে হবে। উক্ত রিপোর্ট কার্ড দেখে শিক্ষার্থী/তার অভিভাবক এই বিষয়ের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে নিজের/ সন্তানের অবস্থান জানতে পারবে/পারবেন।
- জীবন ও জীবিকা বিষয়ের কিছু যোগ্যতা বাস্তবে অর্জিত হবে শিক্ষার্থীর বাড়িতে অনুশীলনের মাধ্যমে। এজন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। নিয়মিত অভিভাবক সভার পরিকল্পনা ও আয়োজন করতে হবে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের ওপর তার ভবিষ্যতে টিকে থাকার বা সুরক্ষিত জীবন যাপন নির্ভর করছে, বিধায় ভুল/অসত্য/অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে নিজ সন্তানদের ক্ষতি যেন না করেন, এই বিষয়ে তাদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিতে হবে।
- যোগ্যতাভিত্তিক এই শিক্ষাক্রমে পাস/ফেল নয়, বরং যোগ্যতা অর্জনই মুখ্য বিষয়। এই শিক্ষাক্রমে নম্বরের কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং অধিক স্কোর বা নম্বর প্রাপ্তি এই বিষয়ের যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি নয়। ফলে যেকোনো প্রতিকুল পরিস্থিতিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করা প্রয়োজন, সেগুলো অর্জনের প্রতিযোগিতা ও মনোভাব শিক্ষার্থীর মাঝে তৈরি করে দিতে হবে। সহজভাবে বলা যায়, এটি হলো জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার উপায়; যা আগামী দিনগুলোতে জীবন ধারণ ও জীবিকা অর্জনের পথ সুগম করে দিবে। সুতরাং যথাযথ তথ্য প্রদান এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে হবে ।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনুযায়ী প্রণীত এই নতুন শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যা লক্ষ রাখতে হবে, তা হলো-

- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের পরিবেশ তৈরি করা
- শিক্ষার্থীর যোগ্যতা উন্নয়নের জন্য শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনা করা
- শিখন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদা বা প্রয়োজনীয় অনুযায়ী সহায়তা/মেন্টরিং/ফিডব্যাক প্রদান করা
- শিখনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করা
- বাস্তব জীবনের সাথে শিখনের সংযোগ তৈরি করা
- অর্জিত শিখন নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার সুযোগ নিশ্চিত করা
- শিক্ষার্থীর যোগ্যতা (জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে) অর্জনে সর্বোচ্চ সহায়তা/প্রচেষ্টা

জীবন ও জীবিকায় একেকটি ইউনিট যোগ্যতার জন্য একেকটি অধ্যায়/অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে প্রতিটি যোগ্যতার সাথেই কোনো না কোনোভাবে অন্য যোগ্যতাগুলোর আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। এই শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়/অভিজ্ঞতার শিখন শিখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য পিরিয়ড বা ক্লাস-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত পিরিয়ডভিত্তিক শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কী কী প্রক্রিয়া বা কৌশল

অবলম্বন করা যেতে পারে তা ডিজাইন করা হয়েছে। শিক্ষক এই পরিকল্পনা দেখে প্রতিদিনের ক্লাসগুলোর জন্য নিজের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারবেন। তবে শিক্ষক ইচ্ছে করলে যেকোনো ক্ষেত্রেই নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে যেকোনো শিখন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, নির্বাচিত কৌশলগুলো যেন অবশ্যই সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক হয়।

কয়েকটি কৌশলের সাথে প্রাথমিক পরিচয়

এই শিক্ষক নির্দেশিকায় শ্রেণিভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কৌশলের কথা বলা হয়েছে; যার অধিকাংশই আমাদের শিক্ষকদের কাছে পরিচিত। তবে কিছু কৌশল আছে, যেগুলো অনেক শিক্ষকের কাছে কিছুটা নতুন মনে হতে পারে। এখানে সেগুলো খুব সংক্ষিপ্তভাবে উদাহরণসহ তুলে ধরা হলো:

মাইন্ড ম্যাপ

মাইন্ড ম্যাপিং হলো এমন একটি শিখন-শেখানো কৌশল, যেখানে একটি মূল ধারণা থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট উপ-ধারণাগুলো খুঁজে সাজানো হয়। এটি একটি অর্থপূর্ণ এবং যৌক্তিক কাঠামো মেনে বিশ্লেষণ করা হয়। মাইন্ড ম্যাপিং কৌশলকে অনেকেই শুধু মাইন্ড ম্যাপ (Mind Map) নামেও অভিহিত করে থাকেন। মাইন্ড ম্যাপিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী ধারণার সাথে সংযোগ লাইন তৈরি করা হয় বলে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয় এবং শিখন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উদাহরণ: কোনো একটি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (যেমন- সঞ্চয়ের সুবিধা) নির্বাচন করে বোর্ডে একটি বৃত্তের মধ্যে লিখে দেওয়া যায়। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে উক্ত শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বৃত্তের চারপাশে সূর্যরশ্মির মতো দাগ টেনে উত্তরগুলো চারপাশে লিখে দেওয়া যায়। উক্ত উত্তরগুলোর কোনো একটি থেকেও একইভাবে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংযোগ রেখা দিয়ে টেনে চিত্র তৈরি করা যায়। এভাবে তৈরি কাঠামোই হলো মাইন্ড ম্যাপ। মাইন্ড ম্যাপের তথ্যগুলো লিখতে বিভিন্ন রঙের কালি বা চক ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মাইন্ড ম্যাপে কেবল তথ্যমূলক বৃত্ত নয়; বিভিন্ন ধরনের রেখা, নকশা, ডায়াগ্রাম, মানবদেহ, গাছ বা বৃক্ষের ডালপালা আকৃতি, মাকড়শার জাল, মানচিত্র, শিকল মানচিত্র প্রভৃতি কাঠামোও তৈরি করা যেতে পারে।

আরও বিস্তারিত জানুন https://www.mindmapping.com/

রোল প্লে বা ভূমিকাভিনয়

শিক্ষার্থীদেরকে কোনো একটি ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেওয়া বা উপলব্ধি করানোর একটি কার্যকর কৌশল। এর মাধ্যমে বিমূর্ত বা দূরবর্তী কোনো কিছুকেও অভিনয়ের মাধ্যমে মূর্ত করে তোলা যায়।

উদাহরণ: একজন কাপড় ব্যবসায়ী, তার কাপড়ের বিপণন বা মার্কেটিং কীভাবে করবেন, তা বোঝানোর জন্য শিক্ষার্থীদের কেউ হয়তো ব্যবসায়ীর ভূমিকায় এবং কয়েকজন হয়তো তার ক্রেতা বা কাস্টমারের ভূমিকায় অভিনয় করল। এর মাধ্যমে বিপণনের অনুশীলনও হলো এবং মূল ধারণা অর্জন করাও সহজ হতে পারে।

আরও বিস্তারিত জানুন https://www.bishleshon.com/3751/

গ্যালারি ওয়াক

এটি উপস্থাপিত দলগত কাজ থেকে দেখে শেখার একটি কার্যকর কৌশল । এই কৌশলে প্রায় সকল শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করা সম্ভব হয়। প্রথমে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ প্রদর্শনের জন্য পোস্টার প্রস্তুত করতে দিতে হবে।

পোস্টার তৈরি হয়ে গেলে সেগুলো দেওয়ালে টানিয়ে দিতে হবে। এরপর শিক্ষক দল ভাগ করে দিবেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে একেকটি দলকে একেকটি পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে বলবেন। তারা তাদের কোনো পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, মতামত বা সুপারিশ থাকলে তা উক্ত পোস্টারে লিখবে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে উক্ত দলের সবাই মিলে পাশের পোস্টারের কাছে চলে যাবে। সেখানে গিয়ে পোস্টার দেখবে এবং পূর্ববর্তী দলের পর্যবেক্ষণগুলোও দেখবে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ বা মতামত পোস্টারটিতে যুক্ত করবে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে তারা পরবর্তী পোস্টারের কাছে চলে যাবে এবং পর্যবেক্ষণ করবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল দল সবগুলো পোস্টার এবং অন্যান্য দলের মতামত দেখবে। শিক্ষক তাদের সবাইকে পর্যবেক্ষণ করবেন, যাতে দল ভেঙ্গে না যায় এবং প্রত্যেকেই যেন দলবদ্ধভাবে ঘুরে ঘুরে সবকয়টি পোস্টার পর্যবেক্ষণ করে। পর্যবেক্ষণ শেষে সবাইকে ক্লাসের মতো বসিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানুন https://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/gallery-walk

রিক্যাপ

ক্লাস বা সেশনের শুরুতে পূর্বের দিনের আলোচনার সার সংক্ষেপ করাই হলো রিক্যাপ। এই কাজটি শিক্ষার্থীদের দিয়েই করানো হয় সাধারণত। ফলে কোনো শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে, আগের দিন কী আলোচনা হয়েছিল, তা সহজেই জানতে পারে। একইসাথে যারা উপস্থিত ছিল, তাদেরও পূর্বের দিনের আলোচনায় কোনো ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করা সম্ভব হয়।

জীবন ও জীবিকা বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের চর্চা, বিদ্যালয় ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, সোয়াট এনালাইসিসের মাধ্যমে নিজের গুণাবলি আবিষ্কার ও ক্রমাগত উন্নয়নের অনুশীলন, আগামীর প্রযুক্তির সাথে পরিচয়ের মাধ্যমে নতুন আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখার প্রেষণা তৈরি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, প্যানেল আলোচনা, সেমিনার আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে সূক্ষ্ম চিন্তণ, যোগাযোগ, নেতৃত্ব ও সহযোগিতামূলক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আর্দশ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। একইসাথে নিজের নিরাপত্তা বজায় রেখে ভবিষ্যৎ জীবিকার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলবে।

অধ্যায়ভিত্তিক শিখন শেখানো কার্যক্রম

১ কাজের মাঝে আনন্দ

শিখন যোগ্যতা

পারিবারিক আয় ব্যয় বিবেচনা করে পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারা এবং পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করতে পারা।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে...

- পারিবারিক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা
- পারিবারিক বাজেট সম্পর্কে ধারণায়ন
- পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করা এবং প্রকৃত আয় ব্যয়ের সাথে পারিবারিক বাজেটের তুলনা করা
- পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করা

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সেগুলো হলো-

ক) নিজ ও পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ

খ) পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন ও প্রকৃত আয় ব্যয়ের সাথে পারিবারিক বাজেটের তুলনা

গ) পরিবারের আর্থিক কাজে অংশগ্রহণ

মোট ক্লাস সংখ্যা: ৬

১ম ক্লাস

নিজ ও পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

ছড়া আবৃত্তি ও পাঠ ঘোষণা (৫মি) | অভিজ্ঞতা বিনিময় (১৫ মিনিট) | একক কাজ (২০ মিনিট) | ফিরে দেখা: ছক পূরণ (২০ মি) | পরবর্তী নির্দেশনা (৫ মিনিট)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। অধ্যায়ের শুরুতে থাকা ছড়ার লাইনটি বোর্ডে লিখুন এবং সবাইকে সমস্বরে কয়েকবার বলতে বলুন।

সবাই মিলে ঘরের কাজে হাত লাগালে সানন্দে

শান্তি-সুখে হাসবে জীবন, ভাসবো সবাই আনন্দে।

২. **অভিজ্ঞতা বিনিময়:** শিক্ষার্থীদের বলুন, ষষ্ঠ শ্রেণিতে তারা নিজের কাজ নিজে করার অনুশীলন করেছে, সেই সঙ্গে পারিবারিক কাজেও অংশগ্রহণ করেছে। এই কাজ করার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন খেতাব কেউ টাইটানিয়াম সদস্য, কেউ প্লাটিনিয়াম সদস্য, কেউ গোল্ড, সিলভার, ব্রোঞ্জ, এবং সাধারণ সদস্যপদ পেয়েছিল। তারা প্রতিজ্ঞাও করেছিল পরিবারের এই কাজগুলো চলমান রাখবে যাতে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় থাকে। কারণ, নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে যেমন আনন্দ আছে, তেমনি পরিবারের সদস্যদের কাজে সহায়তা করতে পারার মধ্যেও আত্মতৃপ্তি আছে। সেই কাজ তারা অবশ্যই সপ্তম শ্রেণিতেও একইভাবে করে যাবে।

৩. **একক কাজ:** শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠা নং দুইয়ের 'নিজ ও পারিবারিক কাজ সম্পন্ন করা' অংশটুকু সরবে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করুন। পাঠ করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

৪. **ছক পূরণ:** শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠা ৩ এর ছক ১.১ বের করতে বলুন। গত ছয় মাসে তারা নিজের কাজ ও পরিবারের কাজে কীভাবে অংশগ্রহণ করেছে তা স্মরণ করতে বলুন এবং ছক ১.১ পুরণ করতে বলুন। পুরণকৃত ছকে অভিভাবকের মতামতসহ স্বাক্ষর নিয়ে আগামী ক্লাসে জমা দেবার জন্য অনুরোধ করুন।

৫. এরপর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তা জেনে নিন, প্রশ্ন থাকলে আলোচনা করুন।

৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

পারিবারিক আয়, ব্যয়

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) | দলগত কাজ (২০ মি) | একক কাজ (১৫মি) | পরবর্তী কাজের নির্দেশনা (১০ মিনিট)

১. **রিক্যাপ:** সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। 'ফিরে দেখা' ছকটি সকলে পুরণ করেছে কিনা, তা যাচাই করুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন এবং ছকটি পরবর্তীতে মূল্যায়নের জন্য সংরক্ষণ করার অনুরোধ করুন।

২. **দলগত কাজ:** শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, একটি পরিবারের আয়ের উৎস কী কী হতে পারে? কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত নিন। এবার জিজ্ঞাসা করুন, কী কী খাতে একটি পরিবার তাদের আয় থেকে খরচ করে

অর্থাৎ ব্যয় করে? কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত নিন।

৩. এবার ৬-৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে বিভিন্ন পরিবারের আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের খাতগুলোকে তালিকা করতে বলুন। সময় দিন ১০ মিনিট। এক্ষেত্রে আয় বা ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি দলকে পরিবারের আয় ও ব্যয়ের উৎস উপস্থাপন করতে বলুন।

৪. **একক কাজ:** প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিরবে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৫, ৬ ও ৭ এর পারিবারিক আয় ও ব্যয় অংশটি পড়তে বলুন। পড়ার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন। পড়া শেষ হলে, কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছে তারা কী বুঝেছে তা জানতে চান। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে সে বিষয়ে আলোচনা করুন। বিষয়বস্তু অনুযায়ী পারিবারিক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের ধারণা সকলের নিকট স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করুন।

৫. **পরবর্তী কাজের নির্দেশনা:** পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৭ এর ছক ১.২ বের করতে বলুন। পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে ছকটি পরের ক্লাসে পুরণ করে আনতে বলুন। ছকটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী এক সপ্তাহের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করে আনতে বলুন। আগামী এক সপ্তাহে তাদের পরিবার কী কী খাতে সম্ভাব্য কত টাকা খরচ করতে পারে তার তালিকা তৈরি করতে বলুন। ছকটি তারা তাদের জীবন ও জীবিকা খাতায় লিখে নিয়েও কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে।

৬. এবার নিচের লাইনটি সমস্বরে কয়েকবার বলতে দিন এবং শ্রেণির কাজ সমাপ্ত করুন।

আয় বুঝে কর ব্যয়

তবেই হবে সঞ্চয়।

৩য় ক্লাস

বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে ধারণা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (১৫মি) → আলোচনা (২০মি) → দলগত কাজ (২০মি) → পরবর্তী কাজের নির্দেশনা (০৫ মিনিট)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। অভিভাবকের কাছ থেকে স্বাক্ষর করা ‘সাপ্তাহিক পারিবারিক ব্যয়’ ছক ১.২ সকলে পুরণ করেছে কিনা তা যাচাই করুন।

কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের ‘সাপ্তাহিক পারিবারিক ব্যয়’ ছকটি উপস্থাপন করতে বলুন। পারিবারিক ব্যয় যেহেতু একটি পরিবারের ব্যক্তিগত বিষয়, তাই কোনো শিক্ষার্থী যদি তার পারিবারিক ব্যয় সকলের সামনে উপস্থাপন করতে না চায়, বা উপস্থাপন করতে অস্বস্তি বোধ করে, তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। তার কাজের ওপর আলাদা করে ফিডব্যক প্রদান করুন। ছকটি পরবর্তীতে মূল্যায়নের জন্য সংরক্ষণ করার অনুরোধ করুন।

২. এবার সঞ্চয়, পারিবারিক ব্যয়, বাজেট, পারিবারিক বাজেট সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা জানার জন্য প্রশ্ন করুন। সঞ্চয়, পারিবারিক ব্যয় ও বাজেট সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন।

৩. দলগত কাজ: ৬-৮ জন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন।

ক) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৯ এর দৃশ্যপটটি নিরবে পড়তে বলুন। পড়া শেষ হলে প্রত্যেকে কী বুঝেছে তা দলে আলোচনা করবে। কোনো অস্পষ্টতা থাকলে আলোচনা করে বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করবে।

খ) প্রতিটি দলকে রামিয়ার পরিবারের জন্য একটি মাসিক বাজেট প্রণয়ন করতে বলুন। রামিয়ার পরিবারের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১০ এর ছক ১.৩ : রামিয়ার পারিবারিক বাজেট পরিকল্পনা ব্যবহার করে বাজেট প্রণয়ন করতে বলুন। বাজেট প্রণয়ন অনুশীলনের জন্য ২০ মিনিট সময় দিন। (ছক ১.৩ শিক্ষার্থীরা জীবন ও জীবিকা খাতায় তুলে/কপি করে নিয়ে কাজ করবে। প্রয়োজনে আরো নতুন ঘর যুক্ত করতে পারবে।)

গ) এবার তাদের কাজগুলো গ্যালারি ওয়ার্ক কৌশলে উপস্থাপন করতে বলুন (গ্যালারি ওয়ার্কের নিয়ম শিক্ষক সহায়িকার ১১ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।

ঘ) উপস্থাপনা শেষ হলে দলীয় উপস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে বাজেট প্রণয়নের বিষয়ে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৪. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১১ এর 'পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন' বের করতে বলুন। পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে নিজ পারিবারিক বাজেট ১.৪: ছকটি পরের ক্লাসে পুরণ করে আনতে বলুন। ছকটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী মাসের বাজেট প্রণয়ন করতে বলুন। আগামী এক মাসে তার পরিবার কী কী খাতে সম্ভাব্য কত টাকা আয় ও ব্যয় করতে পারে তার তালিকা তৈরি করতে বলুন। ছকটি তারা তাদের জীবন ও জীবিকা খাতায় লিখে নিয়েও কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে।

৫. এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪র্থ ক্লাস

পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫মি)	বাড়ির কাজ পর্যালোচনা (১৫ মি)	একক কাজ (২৫ মি)	বাড়ির কাজ অর্পন (৫ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। অভিভাবকের কাছ থেকে স্বাক্ষর করা ছক ১.৪ 'নিজ পারিবারিক বাজেট সকলে পুরণ করেছে কিনা তা যাচাই করুন।কয়েক জনের ছক পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ফিড ব্যাক দিন।

২. একক কাজ: প্রত্যেককে নিজ নিজ পারিবারিক বাজেট দিয়ে নিচের অনুশীলন করার জন্য অনুরোধ করুন-

- মাসিক সম্ভাব্য মোট আয়ের সঙ্গে মোট পরিকল্পিত ব্যয় তুলনা করা। আয়ের চাইতে ব্যয় বেশি, কম বা সমান কি না, তা যাচাই করা।
- কোন খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় ধরা হয়েছে? এই ব্যয় মোট ব্যয়ের শতকরা কত?
- কোন কোন খাত থেকে ব্যয় কমানো যেতে পারে এবং কীভাবে?
- ব্যয় কমানোর একটি পরিকল্পনা তৈরি করা।

[সব কাজ এক সাথে দেওয়ার প্রযোজন নেই। শিক্ষার্থীরা ৪টি ধাপে উপরের কাজগুলো করবে। কাজটি করতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।]

৩. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: উপরের অনুশীলন করার পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে একইভাবে উক্ত কাজটির প্রতিটি অংশ পুনরায় অনুশীলন করার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করুন; এবং ছক ১.৫ পূরণ করে আনতে বলুন।

[পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে উপরের অনুশীলন করার পর শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবন ও জীবিকা খাতায় লিখবে এবং পরবর্তী ক্লাশে নিয়ে আসবে।]

৪. এবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় (৫ মি) → বাড়ির কাজ পর্যালোচনা (২৫ মি) → আর্থিক ডায়রি (২০ মি) → বাড়ির কাজ অর্পন (১০ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে বাড়ির কাজ সম্পন্ন করেছে কিনা তা যাচাই করুন। যে সকল শিক্ষার্থী পারিবারিক আলোচনা শেয়ার করতে চায়, তাদের কাজটি উপস্থাপনের সুযোগ দিন। অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতামত নিন।

২. আলোচনা: এবার শিক্ষার্থীদের বলুন- বাজেট অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের পরিকল্পনা কতটুকু অনুসরিত হচ্ছে তা যাচাই করার জন্য আগামী মাসের শুরু থেকেই পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে হবে। এজন্য আর্থিক ডায়েরি ছক ১.৫ ব্যবহার করতে হবে। সকলকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১২ এর ছক ১.৫ বের করতে বলুন। এ কাজ করার জন্য জীবন ও জীবিকা খাতায় আর্থিক ডায়েরির ছকটি এঁকে নিতে হবে। প্রতিদিনের শেষে পরিবারের সকল সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করে আর্থিক ডায়েরিতে প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য আরও লাইন যোগ করতে হবে।

(কাজটি শিক্ষার্থীরা পরবর্তী মাসের পুরো সময় জুড়ে করবে। প্রতি সপ্তাহেই শিক্ষার্থীরা নিয়মিত আর্থিক ডায়রিতে পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখছে কি না, যাচাই করবেন এবং প্রতি সপ্তাহে অভিভাবকের স্বাক্ষর সহ আর্থিক ডায়রির হিসাব জমা দিতে বলবেন।)

৩. একক কাজ: ১.৫ অনুযায়ী করা ছক থেকে পারিবারিক বাজেটের ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাতের বিপরীতে মাসিক কত টাকা করে খরচ হয়েছে তা বের করতে বলুন। এর জন্য আর্থিক ডায়রি থেকে প্রতিটি খাতে মাসের বিভিন্ন সময়ে যে ব্যয় হয়েছে, তা খুঁজে যোগ করতে বলুন। যেমন- বাজেটে খাদ্যের বিপরীতে চালের জন্য সম্ভাব্য খরচ ধরা হয়েছে। (একটি পরিবার হয়তো সারা মাসে ৪ বার চাল কিনেছে। এই ৪ বারে মোট যত টাকার চাল কেনা হয়েছে, তা যোগ করে মাসিক চালের খরচ বের করতে হবে। একইভাবে শাকসবজি, পোশাক, বাসস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন খাতের মাসিক মোট খরচ আলাদা আলাদা করে বের করতে হবে। শিক্ষার্থীদের এই কাজ করার জন্য ২০-৩০ মিনিট সময় দিন।)

৪. প্রত্যেকে ঠিক মতো কাজটি করতে পারছে কিনা, তা যাচাই করুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

৫. বাড়ির কাজ: সকলের কাজ শেষ হলে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১৩ এর ছক ১.৬ ‘পরিকল্পিত আয়-ব্যয়ের সঙ্গে প্রকৃত আয়-ব্যয়ের তুলনা’ পূরণ করতে বলুন। কাজটি ক্লাস সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে না পারলে পরবর্তী ক্লাসে পূরণ করে আনতে বলুন।

   ক. পরিকল্পিত আয়-ব্যয়ের সঙ্গে প্রকৃত আয়-ব্যয়ের তুলনা করে ছকটি পূরণ করার পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে নিচের অনুশীলন করতে বলবেন ও তা জীবন ও জীবিকা খাতায় লিখে আনতে বলবেন-

   খ. সম্ভাব্য আয়ের সঙ্গে প্রকৃত আয়ের তুলনা করা, কোনো পার্থক্য থাকলে তার কারণ খুঁজে বের করা।

   গ. কোন কোন খাতে পরিকল্পিত ব্যয়ের সঙ্গে প্রকৃত ব্যয়ের পার্থক্য অনেক বেশি, কারণ খুঁজে বের করা।

   ঘ. ব্যয় কমিয়ে কীভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায় তার উপায় খুঁজে বের করা।

   ঙ. ব্যয় কমানোর একটি পরিকল্পনা তৈরি করা।

৬. নিচের লাইনটি সমস্বরে কয়েকবার বলে শ্রেণির কাজ সমাপ্ত করুন।

আয় বুঝে কর ব্যয়

তবেই হবে সঞ্চয়।

৬ষ্ঠ ক্লাস

পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় (২ মি) → বাড়ির কাজ পর্যালোচনা (২০ মি) → একক কাজ (২০ মি) → বাড়ির কাজ অর্পন (৮ মি)

১. শুভেচ্ছা বিনিময় ও বাড়ির কাজ পর্যালোচনা:

সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। বাড়ির কাজ ছক ১.৬ 'পরিকল্পিত আয়-ব্যয়ের সঙ্গে প্রকৃত আয়-ব্যয়ের তুলনা' সকলে পূরণ করে এনেছে কিনা তা যাচাই করুন। যে সকল শিক্ষার্থী পূরণকৃত ছক ১.৬ শেয়ার করতে চায়, তাদের ছক উপস্থাপনের সুযোগ দিন। অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতামত নিন।

২. পরিকল্পিত আয়-ব্যয় সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করে উপস্থাপন করতে বলুন।

৩. প্রতিটি উপস্থাপনের পরে শিক্ষার্থীদের মতামত প্রদানের সুযোগ দিন। কাজটি ঠিক মতো করার জন্য প্রয়োজনীয় মতামত দিন।

৪. একক কাজ/বাড়ির কাজ: শিক্ষার্থীদের বলুন- এখন থেকে প্রতি মাসের শুরুতে মাসিক পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করবে, আর্থিক ডায়েরিতে সারা মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ করবে এবং বাজেট পরিকল্পনার সঙ্গে প্রকৃত আয়-ব্যয়ের তুলনা করবে। প্রতি মাসের শুরুতে আগের মাসের হিসাব শিক্ষকের নিকট জমা দেবে।

৫. নিচের লাইনটি সমস্বরে কয়েকবার শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন এবং এভাবে শ্রেণির কাজ সমাপ্ত করুন।

আয় বুঝে কর ব্যয়

তবেই হবে সঞ্চয়।।

৭ম ক্লাস

পারিবারিক আর্থিক কাজে অবদান

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় (৫ মি) → দলগত কাজ ও উপস্থাপনা (২৫ মি) → আলোচনা (২০ মি) → বাড়ির কাজ অর্পন (১০ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন- পারিবারিক আর্থিক কাজ অর্থাৎ পরিবারের আয় ব্যয়ে কীভাবে তারা সহায়তা করতে পারে বিশেষত যে কাজের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাবে। কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত নিন।

২. দলগত কাজ ও উপস্থাপনা: শিক্ষার্থীদের ৬-৮ জন করে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন। পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীরা কীভাবে অবদান রাখতে পারে তার তালিকা প্রণয়ন করতে বলুন। ১০ মিনিট সময় দিন। যেকোনো একটি দলকে তাদের তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন শেষ হলে অন্য দলের মতামত নিন। এবার এই দলের উপস্থাপনায় অন্য দল থেকে কেউ আর কোনো উপায় যোগ করতে চাইলে তার সুযোগ দিন। সকল দলের তালিকা সমন্বয় করে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করতে বলুন। সকল শিক্ষার্থীকে তাদের জীবন ও জীবিকা খাতায় পূর্ণাঙ্গ তালিকা লিখে নিতে বলুন।

৩. পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি হবার পর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলুন- তোমরা বিভিন্নভাবে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারো যেমন- তোমরা গরু, ছাগল, হাঁস বা মুরগি পালন করতে পারো; বিভিন্ন শাক-সবজি, ফলমূল বা ফুলের গাছ লাগিয়ে তার ফুল, ফল বা শাক বা সব্জি বিক্রয় করে আয় করতে পারো। বিভিন্ন হাতের কাজ শিখে যেমন- কুটির শিল্প, কাঁথা সেলাই, বিভিন্ন জিনিস বানানো ইত্যাদি।

৪. শিক্ষার্থীদের বলুন- আবার পারিবারিক ব্যয় কমিয়েও তোমরা পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারো। অর্থাৎ তোমরা যদি পরিবারের ব্যয় কমাও তবে তোমার পরিবারের সেই সংক্রান্ত অর্থ বেঁচে যাবে ফলে তা পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। যেমন- তোমরা যদি বাড়ির কাজে সহায়তা করো, তবে বাড়িতে বাড়ির কাজে সহায়তা করার জন্য কোনো এসিটেন্ট রাখার প্রয়োজন হবে না; ফলে সেই সংক্রান্ত ব্যয় কমে যাবে। একইভাবে তোমরা বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও অন্যান্য খরচ কমিয়েও পারিবারিকব্যয় কমাতে পারো।

৫. বাড়ির কাজ অর্পন: সকলকে পরের ক্লাসের পূর্বেই পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করতে বলবেন তারা কীভাবে পরিবারের আর্থিক কাজে সহায়তা করতে পারে।

৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

আয় বুঝে কর ব্যয়

তবেই হবে সঞ্চয়।।

৮ম ক্লাস

পারিবারিক আর্থিক কাজে অবদান

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় বাড়ির কাজ নিয়ে আলোচনা (৫ মি) → দলগত কাজ ও উপস্থাপনা (২০ মি) → একক কাজ (১৫ মি) → বাড়ির কাজ অর্পন (১০ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন- পারিবারিক আর্থিক কাজ অর্থাৎ পরিবারের আয় ব্যয়ে কীভাবে তারা সহায়তা করতে সে বিষয়ে কি ধরনের আলোচনা হয়েছে পরিবারের সদস্যদের সাথে। কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত নিন।

২. দলগত কাজ: শিক্ষার্থীদের ৬-৮ জন করে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করুন। সকল শিক্ষার্থীকে পৃষ্ঠা ১৬ এর "কেস: ক্ষুদে রোজগেরে" পড়তে দিন। পড়ার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। সকলের পড়া শেষ হলে, প্রত্যেক দলকে আলোচনা করে পৃষ্ঠা ১৭ এর প্রশ্ন ১ এর উত্তর লিখতে বলুন।

৩. যেকোনো একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন শেষ হলে অন্য দলের মতামত নিন। এই দলের উপস্থাপনার সাথে অন্য কোনো দল নতুন কিছু যুক্ত করতে চাইলে তার সুযোগ দিন।

৪. একক কাজ: প্রত্যেককে পৃষ্ঠা ১৭ এর প্রশ্ন ২ বের করতে বলুন। পরিবারের যেসব আর্থিক কাজে তারা সহযোগিতা করতে পারে তার তালিকা ও আর্থিক মূল্যমান বের করতে বলুন। কাজটি করতে ১৫ মিনিট সময় দিন।

৫. একক কাজ শেষ হলে কয়েকজন শিক্ষার্থীর তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের মতামত নিন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৬. বাড়ির কাজ: সকল শিক্ষার্থীকে তালিকাটি নিজ অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করতে বলবেন; এবং পৃষ্ঠা ১৮ এর প্রশ্ন ৩ অনুযায়ী ৩ মাসের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলবেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রতি মাসের শেষে শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করতে বলবেন।

৭. স্বমূল্যায়নের কাজগুলো শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে করে আনার নির্দেশনা দিন।

৮. নিচের লাইনটি সমস্বরে কয়েকবার শিক্ষর্থীদের বলতে বলুন এবং এভাবে শ্রেণির কাজ সমাপ্ত করুন।

আয় বুঝে কর ব্যয়

তবেই হবে সঞ্চয়।।

২
পেশার রূপ বদল

শিখন যোগ্যতা

সেবা, শিল্প ও কৃষি খাতে দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে পারা এবং ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী সম্ভাব্য পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ অনুসন্ধান করতে পারা।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে...

- কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতসমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়া
- উক্ত খাতগুলোতে যেসব নতুন নতুন পেশা, দক্ষতা পরিবর্তিত ও সংযোজিত হচ্ছে তার তালিকা প্রস্তুত করা
- যেকোনো একটি খাতের শ্রমশক্তির দক্ষতা ও চাহিদা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তার ছক প্রস্তুত করা
- প্রস্তুতকৃত ছকের আলোকে শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনে নতুন কী কী ধারা সংযজিত হয়েছে তা চিহ্নিত করা
- শ্রমবাজারের যেকোনো একটি পেশাভিত্তিক দক্ষতা অনুসন্ধান করা

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সেগুলো হলো-

ক) নিজ এলাকার কৃষি, শিল্প ও সেবাখাত খুঁজে বের করা
খ) কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করা
গ) এলাকার শ্রমবাজারের যেকোনো একজন পেশাজীবীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের উপায় অনুসন্ধান করা।

মোট ক্লাস সংখ্যা: ৫

১ম ক্লাস

কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতসমূহের সঙ্গে পরিচয়

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

ছড়া আবৃত্তি ও পাঠ ঘোষণা (৫মি) → দলগত কাজ: পেশার তালিকা (১৫ মি) → প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা (২০ মি) → দলগত কাজ : ছক পূরণ (১০ মি) → ছক উপস্থাপন ও ফিডব্যাক (১০ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। অধ্যায়ের শুরুতে থাকা ছড়ার লাইনটি সমস্বরে সবাইকে বলতে বলুন।

২. লাইনটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে তা জানতে চান এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূলভাবের প্রসঙ্গ টেনে নতুন অধ্যায়ের শিরোনাম ঘোষণা করুন। এর পর 'পেশার রূপ বদল' এই নামটি বোর্ডে উপরের অংশে লিখে দিন।

৩. সকালে ঘুম থেকে উঠে বিদ্যালয়ে আসা পর্যন্ত যাদের সাথেই দেখা হয়, তারা প্রতিদিন কী কাজ করেন কিংবা তাদের পেশা কী তা জিজ্ঞাসা করুন । দু'একজনের উত্তর শুনুন এবং ধন্যবাদ দিন।

৪. দলগত কাজ: এবার সবাইকে ৪/৫ টি দলে বিভক্ত করুন। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিদিন তারা সবাই আমাদের চারপাশে যেসকল পেশাজীবী দেখতে পায়, তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। দলগত আলোচনার মাধ্যমে সবার পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত বক্সে সবগুলো পেশার নাম যেন সবাই লিখে তা নিশ্চিত করার জন্য ক্লাসে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।

   এবার যেকোনো দুটি দলের পক্ষ থেকে তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন। দুই দলের উপস্থাপন শেষ হলে অন্যরা তাদের উত্তরের সাথে একমত কিনা কিংবা কারো কোনো মতামত আছে কিনা, সাথে কিছু যুক্ত করতে চায় কিনা, তা জেনে নিন। উপস্থাপন শেষে সবাইকে হাততালি দিতে বলুন ।

৫. এরপর পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৪ এর আলোকে ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক খাত সম্পর্কে ধারণা দিন এবং কৃষি, শিল্প ও সেবাখাত উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। (সম্ভব হলে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড / ভিডিও ব্যবহার করুন। বিশেষ কোনও বক্তব্যের জন্য বোর্ড ব্যবহার করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শিক্ষার্থীদের খাতায় টুকে নিতে বলুন।)

৬. দলগত কাজ: এবার তারা ইতোপূর্বে যে তালিকাটি তৈরি করেছিল সেই তালিকার পেশা বা কাজগুলোকে দলগত আলোচনার (পূর্বের একই দলে) মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও সেবা এই তিনটি খাতে বিভক্ত করে ছক ২.১ পূরণ করতে বলুন।

   দলগত আলোচনার মাধ্যমে সবার পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত বক্সে সবাই যেন লিখে তা নিশ্চিত করার জন্য ক্লাসে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।

   যেকোনো একটি দলের পক্ষ থেকে তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন। দলের উপস্থাপন শেষ হলে অন্যরা তাদের উত্তরের সাথে একমত কিনা কিংবা কারো কোনো মতামত আছে কিনা, সাথে কিছু যুক্ত করতে চায় কিনা, তা জেনে নিন। উপস্থাপন শেষে সবাইকে হাততালি দিতে বলুন ।

৭. অর্থনৈতিক খাতগুলো সবাই বুঝতে পেরেছে কিনা তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যাচাই করুন এবং কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন, প্রশ্ন থাকলে তা শুনে নিয়ে যথাযথ উত্তর দিন আর প্রশ্ন না থাকলে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

প্রযুক্তি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক খাতসমূহের ধারাবাহিক পরিবর্তন

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় (৩ মি) → অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → নিরব পাঠ ও আলোচনা (২০ মি) → দলগত কাজ (১৫ মি) → হট সিট ও কাজ অর্পণ (১২ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। আপনার এলাকায় কেউ একজন প্রযুক্তির কারণে পুরোনো পেশা বদলে নতুন অন্য কোনো পেশা বেছে নিয়ে বর্তমানে দিনযাপন করছেন (আপনি দেখেছেন বা শুনেছেন) এমন একটি কেস (ঘটনা) শিক্ষার্থীদের সাথে মুখে বলে শেয়ার করুন (অথবা ইন্টারনেট থেকে কোনও ভিডিও দেখাতে পারেন)।

২. শিক্ষার্থীরা কেউ এমন ঘটনা দেখেছে কিনা, অথবা তাদের কারও পরিবারে এমন কোনও পেশা পরিবর্তনের গল্প আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। যদি কারও থাকে, তাহলে সামনে এসে তার গল্পটি সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন।

৩. দলগত কাজ: এবার সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৮ এর ‘প্রযুক্তি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক খাতসমূহের ধারাবাহিক পরিবর্তন’ সংক্রান্ত প্যারাটি নিরবে পড়তে দিন।

পড়া শেষ হলে সবাইকে ৪/৫ টি দলে বিভক্ত করুন। গত ক্লাসে তারা খাতভিত্তিক পেশার যে তালিকা প্রণয়ন করেছে সেখান থেকে পেশার নামগুলো ছক ২.২ এ লিখতে বলুন। এবার নিম্নের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে দিন এবং দলগত আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে এগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতে বলুন-

ক) উক্ত পেশাগুলোতে গত ২০ বছরে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

খ) গত বিশ বছরে কোন কোন কাজ বা পেশা বিলুপ্ত হয়েছে?

গ) গত বিশ বছরে কোন কোন কাজ বা পেশার চাহিদা কমেছে বা বেড়েছে?

ঘ) উক্ত চাহিদা কমা বা বাড়ার পিছনে কারণ কী ?

প্রতিটি দলে ঘুরে ঘুরে তাদের দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করুন, প্রয়োজনীয় সংকেত বা ধারণা দিন। সবাই যেন আলোচনায় সক্রিয় থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য ক্লাসে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।

৪. হট সিট: এবার তাদের মধ্য থেকে সপ্রতিভ একজনকে বেছে নিয়ে তাকে সামনের চেয়ারে (হট সিট) বসতে দিন এবং তাকে এমন একজন পেশাজীবীর ভূমিকাভিনয় করতে বলুন যার পেশা এখন বদলে গেছে। ক্লাসের বাকী শিক্ষার্থীদের বলুন হট সিটে বসা পেশাজীবীকে এক এক করে প্রশ্ন করার জন্য। প্রশ্নকারী এবং উত্তর প্রদানকারী দুই পক্ষকেই সহায়তা করুন। প্রশ্নোত্তর শেষ হলে দুই পক্ষকেই হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন।

৫. এবার সবাইকে বোর্ডের প্রশ্নগুলো খাতায় লিখে নিতে বলুন এবং বাড়িতে নিজেদের অভিভাবক, আত্মীয় স্বজন, এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ কারও সঙ্গে আলোচনা করে কিংবা অন্য ক্লাসের বই বা ইন্টারনেট থেকে তথ্য নিয়ে উত্তরগুলো সাজিয়ে পরের সপ্তাহে জমা দিতে বলুন।

৬. সবাই কাজটি কীভাবে করবে বুঝতে পেরেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৩য় ক্লাস

দেশীয় শ্রমবাজার

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় (৩ মি) → অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা (২০ মি) → দলগত কাজ ও ফিডব্যাক (১৫ মি) → প্যানেল আলোচনার ঘোষণা (৭মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ বাজারে কখনও গিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। যদি কেউ গিয়ে থাকে তাহলে কোন কোন বাজারে গিয়েছে বা দেখেছে তা জিজ্ঞাসা করুন।

২. এবার প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে/বোর্ড ব্যবহার করে/মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে দেশীয় শ্রমবাজার বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করুন। আলোচনার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের শ্রমবাজারের সাথেও শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিন।

৩. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩০ এর ২০০০ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশীয় শ্রমবাজারে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের কর্মসংস্থানের হার সংক্রান্ত লেখচিত্রটি ((চিত্র : ২.৬) সবাইকে ভালোভাবে দেখতে বলুন।

৪. দলগত কাজ: এবার শিক্ষার্থীদেরকে ৪ অথবা ৮টি (শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী) দলে বিভক্ত করুন এবং নিচের কাজগুলো বোর্ডে লিখে দলভিত্তিক বণ্টন করে দিন , একেক দলকে একেকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে বলুন-

ক) কৃষি দল- গ্রাফে কৃষিখাতের পরিবর্তনের ধারা

খ) সেবা দল- গ্রাফে সেবা খাতের পরিবর্তনের ধারা

গ) শিল্প দল- গ্রাফে শিল্প খাতের পরিবর্তনের ধারা

ঘ) তুলনা দল- কৃষি ও সেবাখাতের কর্মসংস্থানের তুলনামুলক অবস্থা

প্রতিটি দলে ঘুরে ঘুরে তাদের দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করুন, প্রয়োজনীয় সংকেত বা ধারণা দিন। সবাই যেন আলোচনায় সক্রিয় থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য ক্লাসে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।

প্রতিটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। দলের উপস্থাপন শেষ হলে অন্যরা তাদের উত্তরের সাথে একমত

কিনা কিংবা কারো কোনো মতামত আছে কিনা, সঙ্গে কিছু যুক্ত করতে চায় কিনা, তা জেনে নিন। উপস্থাপনা বা ব্যাখ্যায় কোনও ভুল আছে কিনা তা যাছাই করুন; সমস্যা থাকলে তা সংশোধন করে দিন। সব দলের উপস্থাপন শেষে সবাইকে হাততালি দিতে বলুন।

৫. শিক্ষার্থীদের জানান যে, পরের ক্লাসে তিন খাতের তিনজন উদ্যোক্তাকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে, তাদের সাথে ভবিষ্যৎ পেশার দক্ষতা অনুসন্ধান বিষয়ক একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। আমন্ত্রিত অতিথিরা কী কী পেশার সাথে জড়িত আছেন তা জানিয়ে দিন। সবাই যেন মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আসে এবং তাদেরকে কী কী প্রশ্ন করা যায়, তাও যেন লেখে নিয়ে আসে।

৮. এই তথ্যগুলো দিয়ে সবাইকে ধন্যবাদের মাধ্যমে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য

প্যানেল আলোচনা পদ্ধতি সাধারণ আলোচনা পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট রূপ। এই আলোচনায় সাধারণত সংশ্লিস্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজনকে নিয়ে আগে থেকে মনোনয়ন দিয়ে প্যানেল তৈরি করা হয়। আলোচ্য বিষয়টিই সেই প্যানেলভুক্ত সদস্যগণ ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করেন এবং প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, তথ্য বা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে সবার সামনে এসে উঁচু প্লাটফরমে বসে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করেন। আমরা আমাদের শ্রেণিকক্ষেই এরকম একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠান করব।

কীভাবে এই আলোচনা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতে পারি?

এই আলোচনায় নিজ এলাকা থেকে একজন কৃষি সম্পর্কিত পেশার একজন উদ্যোক্তা, একজন শিল্প উদ্যোক্তা এবং একজন সেবা খাতের উদ্যোক্তাকে আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানান । তারাই মূল আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করবেন। মূল আলোচনা সঞ্চালনা করবেন আপনি নিজেই। সংশ্লিস্ট বিষয়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে উপস্থিত অন্যরাও (যদি অন্য বিষয় বা ক্লাসের শিক্ষক বা আগ্রহী কোনো অভিভাবক) আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন। প্যানেল আলোচনায় একজন উদ্যোক্তা তার শুরুর গল্পটি বলবেন। কীভাবে তিনি বিভিন্ন বাধা পেরিয়ে আজকের এ জায়গায় আসতে পেরেছেন তা সবাইকে শোনাবেন। সবাই মনোযোগ দিয়ে তাদের গল্প শুনবে। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা লিখে রাখতে বলুন। প্রশ্নোত্তর পর্বে তারা প্রশ্ন করে উত্তরগুলো জেনে নিতে পারবে।

আলোচনায় নিচের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে আসতে পারে-

- ❖ উদ্যোগ শুরুর গল্প
- ❖ বর্তমান অবস্থা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ
- ❖ ভবিষ্যতে এ খাতে কী ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে তার ধারণা অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কী ধরনের পেশা উদ্ভব হতে পারে তা আলোচনা
- ❖ নতুন পরিস্থিতিতে কাজের দক্ষতা কীভাবে অর্জন করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা

৪র্থ ক্লাস

ভবিষ্যৎ পেশার দক্ষতা অনুসন্ধান

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

অতিথিদের সাথে পরিচয় (৫মি) → প্যানেল আলোচনা (২০ মি) → প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা (১৫ মি) → কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও বাড়ির কাজ (১০ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। অতিথিদের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিন।

২. প্যানেল আলোচনার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানান।

৩. শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ করে দিন। উত্তরগুলো শিক্ষার্থীরা যেন নিজের খাতায় নোট করে নেয় তা মনে করিয়ে দিন।

৪. আলোচনা শেষে অতিথিদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে বলুন (শিক্ষার্থীদের বলুন) ।

৫. এবার খাতায় নেওয়া নোটের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩২ এর বক্স ২.২ বাড়ি থেকে পূরণ করে আনতে বলুন।

৬. সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

বি দ্র: সহায়ক তথ্য থেকে প্যানেল আলোচনা পরিচালনার নিয়ম-কানুন জেনে নিন। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে (ক্লাসের বাইরে) কাজটি কীভাবে সুন্দরভাবে করা যায় তা আগেই পরিকল্পনা করে নিন।

৫ম ক্লাস

ভবিষ্যৎ পেশার দক্ষতা অনুসন্ধান: কেস পর্যালোচনা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ ভিডিও, মার্কার/ চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → কেস পর্বেক্ষণ (২৫ মি) → একক কাজ (২০ মি) → সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও ফিডব্যাক প্রদান (১০ মি)

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। শিক্ষার্থীদের আগের দিনের ক্লাস কেমন লেগেছে তা জিজ্ঞেস করুন।

২. অতিথিদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো সবাই বাড়িতে গিয়ে গুছিয়ে লিখেছে কিনা, কে কী লিখেছে তা দু'একজনের কাছ থেকে শুনুন। অগ্রগতি জেনে তাদের উৎসাহ দিন।

৩. এবার সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৫ এর কেসটি পড়তে দিন।

৪. সবার পড়া শেষ হলে কেসটির নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখুন।

ক) আবিরের মধ্যে কোন কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছ যা তার সাফল্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করছ?

খ) আবিরের কোন কোন বৈশিষ্ট্য তোমার মাঝে আছে বলে তুমি মনে করো?

গ) উক্ত বৈশিষ্ট্য ক্যারিয়ার গঠনে কীভাবে সাহায্য করতে পারে বলে তুমি মনে করো?

গ) আবিরের মতো দক্ষ হতে তোমার পরিকল্পনা লেখ।

৫. সবাইকে নিজেদের খাতায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিন।

৬. ঘুরে ঘুরে তাদের সবাইকে পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করুন, প্রয়োজনীয় সংকেত বা ধারণা দিন। সবাই যেন নিজের প্রেক্ষিত চিন্তা করে উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে তা নিশ্চিত করার জন্য ক্লাসে ঘুরে ঘুরে সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।

৭. সবার লেখা শেষ হলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর যেকোনো একজনকে উপস্থাপন করতে বলুন। সবাই তার উত্তরের সাথে একমত কিনা জিজ্ঞেস করুন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৮. একইভাবে অন্যান্য প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনে নিন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৯. ভবিষ্যতে কী কী দক্ষতা আমাদের পেশার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখুন এবং সেই লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে অধ্যায়ের সমাপ্তি টানুন ।

১০. স্বমূল্যায়নের কাজগুলো শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে করে আনার নির্দেশনা দিন এবং ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য

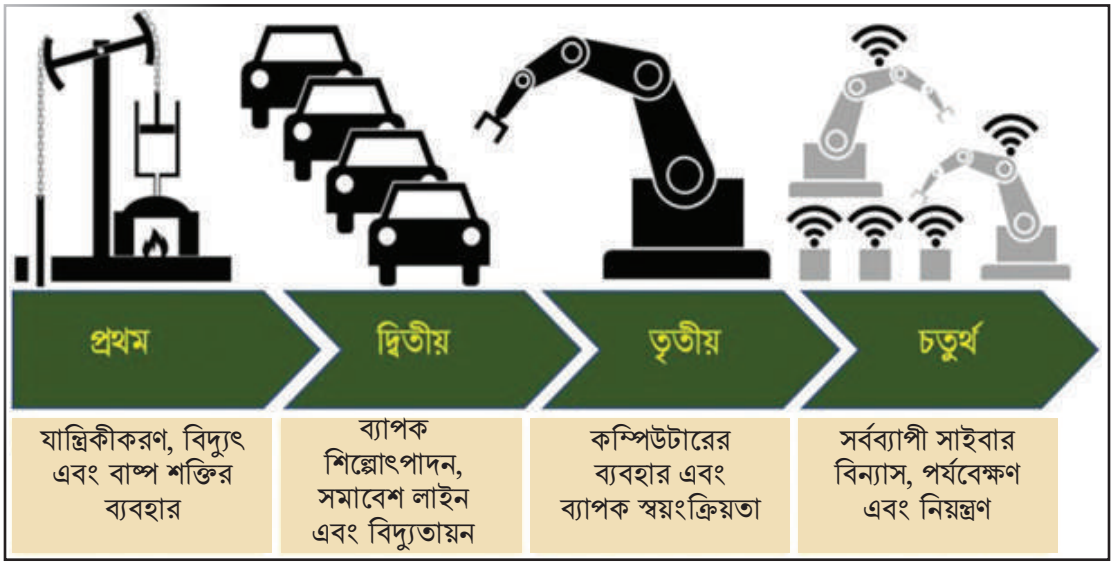

[উৎস: সাইফ ইসলাম, অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফর্নিয়া – ডেভিস(https://faculty.engineering.ucdavis.edu/islam/publications/blogs/fourthindustrialrevolution/)]

চিত্র: বিভিন্ন শিল্প বিপ্লবের ধারাবাহিক বিবর্তন

বর্তমানে মানুষের প্রায় সকল কাজই করা যাচ্ছে প্রযুক্তির সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। তবে প্রযুক্তির এ বিপ্লবের কারণে অদূর ভবিষ্যতে এমন কিছু কাজের উদ্ভব হতে পারে, যা সৃষ্টি করবে নতুন কিছু পেশা।

চলুন জেনে নেই এমন ১০টি নতুন পেশা সম্পর্কে, অদূর ভবিষ্যতে যার উদ্ভব হতে পারে। এ পেশাগুলো সম্পূর্ণ নতুন নয়; বরং বর্তমান কিছু পেশার বিশেষায়িত রূপ। জেনেটিক নার্স, কম্পিউটার ফরেনসিক ইনভেস্টিগেটর, সাইবার সিকিউরিটি, ডাটা ডিটেকটিভ, ডিজিটাল দর্জি, গৃহকাজ সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানকারী, ঝুঁকি বিশ্লেষণ বা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যানালিসিস, অর্থ বিষয়ক পরামর্শক, কার্বন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ, অভিবাসন বা ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।

বিপণনের ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০টি দক্ষতা হলো- সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, লিড জেনারেশন, ফেসবুক, এসইও, বিটুবি মার্কেটিং, ইনস্টাগ্রাম, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, ই-মেইল মার্কেটিং ও মার্কেট রিসার্চ।

গ্রাহকসেবা দক্ষতার ক্ষেত্রে চাহিদার শীর্ষে রয়েছে কাস্টমার সার্ভিস, কাস্টমার সাপোর্ট, ই-মেইল কমিউনিকেশন, ফোন সাপোর্ট, ই-মেইল সাপোর্ট, কমিউনিকেশন এটিকুয়েট, অনলাইন চ্যাট সাপোর্ট, পণ্যসম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, ডেটা এন্ট্রি ও অ্যাডমিন সাপোর্ট।

তবে এটাও সত্যি যে, আমরা ভবিষ্যতে নতুন নতুন কী কী পেশার উদ্ভব হবে, যার সম্পর্কে এখনই কিছু পূর্বাভাস দেয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তার জন্য তো বসে থাকলে চলবে না। ভবিষ্যৎ পেশার সঙ্গে অভিযোজনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমন সব দক্ষতা এখনই অর্জন করার এবং শিক্ষার্থীদের অর্জন করানোর পদক্ষেপ নিতে হবে। এরকম কয়েকটি মৌলিক দক্ষতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো-

সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical thinking skill)

সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking skill)

সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem solving skill)

কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা (Effective communication skill)

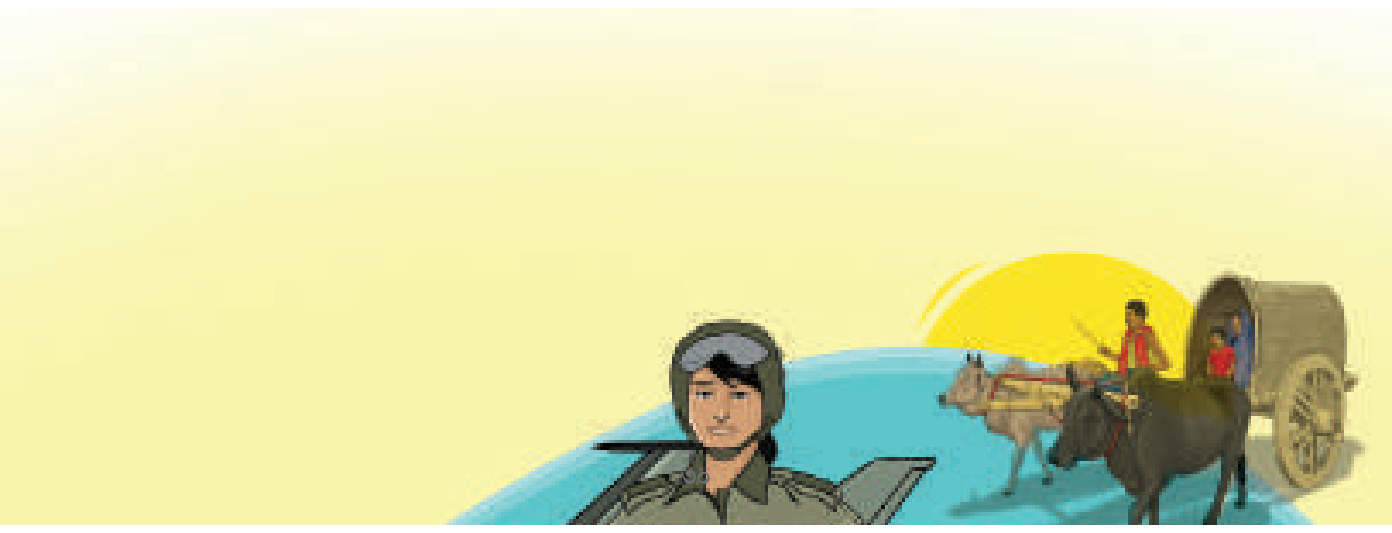

৩ আগামীর স্বপ্ন

শিখন যোগ্যতা

ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি (বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, থ্রিডি প্রিন্টিং ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যবস্থায় এর প্রভাব অন্বেষণ করতে পারা।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে-

- ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির উন্নয়ন বিবেচনা করে ২০ বছর পরের বিশ্ব নিয়ে ভাবনা
- ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাবে ভবিষ্যতের বিভিন্ন পেশায় এর প্রভাব বিশ্লেষণ
- অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সেগুলো হলো-

ক) ভবিষ্যতের পেশা নিয়ে গল্প/নাটক লেখা

খ) ভবিষ্যত নিয়ে লেখা গল্প/ নাটকে ভূমিকাভিনয় করা

মোট ক্লাস সংখ্যা: ৬

বিশেষ কিছু কথা

শিক্ষার্থীরা অনেকেই হয়তো ভালো গল্প লিখতে পারে কিংবা পারে না। গল্পে ভাষাগত দিকের চেয়ে ভবিষ্যতকে তারা কীভাবে দেখতে চায়, সেটিকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। গল্পে নিজের অবস্থানে মানবিক বোধ, সামাজিক শৃঙ্খলা, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি দিকগুলো উঠে আসছে কিনা সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি। প্রযুক্তির ইতিবাচক ও মানবিক ব্যবহারের কথা যেন গল্পে প্রাধান্য পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একইভাবে, মনে রাখতে হবে, নিখুঁত অভিনয় এই অধ্যায়ের মূলকথা নয়, বরং ভবিষ্যতকে অনুমান করতে পারা, ভবিষ্যতে নিজেকে টিকিয়ে রাখার মনোবল তৈরি করা, যেকোনো নতুন প্রযুক্তির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জনের একটা অনুশীলন হিসেবে অভিনয়কে একটা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

১ম ক্লাস

পুরানো বিভিন্ন পেশার বিলুপ্তি অনুধাবন করে ভবিষ্যতের বিভিন্ন পেশা চিত্র দেখে পরিচিতি লাভ করা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় (৫ মি) → পুরোনো পেশা নিয়ে আলোচনা (১০ মি) → চিত্র প্রদর্শন (১০ মি) → ছবি দেখে পেশা চেনা (২০ মিনিট) → পেশার ধারণা প্রদান (৫ মি)

১. শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের কাছে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া একটি পেশার নাম বলতে বলুন।

২. কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত শুনুন। এগুলো ছাড়াও ভিন্ন কোনো বিলুপ্ত পেশার নাম জানা আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন।

৩. এবারে বইয়ে দেয়া উদাহরণ দুইটি নিয়ে আলোচনা করুন। ভিস্তিওয়ালা পেশা এবং ঘোড়সওয়ারি পেশা নিয়ে গল্প করুন।

৪. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪২ ও ৪৩ থেকে ৫টি ভবিষ্যৎ পেশা নিয়ে ভাবতে বলুন। ৫ মিনিট সময় দিন সবাইকে।

৫. চিত্র প্রদর্শন: শিক্ষার্থীদেরকে ছবি দেখে অনুমান করতে বলুন কোন ছবিতে কোন পেশা বুঝানো হয়েছে ও সেটি ছবির পাশে লিখে ফেলতে বলুন। একাজটি করার জন্য পাশের জনের সাথে জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন। আলোচনার মাধ্যমে ছবির পাশের খালি জায়গায় পেশাটি কী এবং উক্ত পেশার কাজ কী হতে পারে তা লিখতে বলুন। ক্লাসে ঘুরে ঘুরে সবাইকে পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে সহায়তা করুন, প্রয়োজনীয় সংকেত বা ধারণা দিন। সবাই যেন আলোচনায় সক্রিয় থাকে তা নিশ্চিত করুন।

৬. এবার যেকোনো একজনের কাছ থেকে চিত্র ৩.৩ এর ঘরে তারা কী লিখেছে তা সামনে এসে উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যরা এর সাথে একমত কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। কারও ভিন্ন কোনও উত্তর আছে কিনা, থাকলে তা সামনে এসে বলতে বলুন।

৭. একইভাবে চিত্র ৩.৪, ৩.৫, ৩.৬, ৩.৭ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী ভাবছে এবং কী লিখেছে তা জেনে নিন।

৮. সবাই হয়তো সঠিক তথ্যগুলো লিখতে বা বলতে পারবে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের এগুলো নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তা বুঝিয়ে বলুন। বরং সবাইকেই প্রশংসা করুন এবং হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন।

৯. এবার একে একে ৫টি ছবিতে বিদ্যমান পেশাগুলোর নাম বলে দিন –

ক) বিগ ডাটা ইঞ্জিনিয়ার (তথ্য উপাত্ত নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে গবেষণা করেন)

খ) আরটিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ইঞ্জিনিয়ার (রোবটকে বুদ্ধিমান বানানোর কাজ করেন),

গ) ইন্টারনেট অব থিংস ইঞ্জিনিয়ার (ইন্টারনেটের সাহায্যে যেকোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ন্ত্রণের কাজ করেন)

ঘ) ডিজিটাল মার্কেটার (অনলাইনে মানুষের বিভিন্ন কাজ ও আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে ঐ মানুষের জন্য

উপযুক্ত বিজ্ঞাপন তাকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন)

ঙ) অগমেন্টেড রিয়েলিটি বিশেষজ্ঞ (অগমেন্টেড রিয়েলিটি নামক বিশেষ এক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেন)

১০. শিক্ষার্থীদের বলুন এই পেশা ও প্রযুক্তিগুলো ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই 'আগামী ক্লাসে আমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত জানব' –এই ঘোষণা দিয়ে আজকের ক্লাসের সমাপ্তি টানুন।

২য় ক্লাস

গল্পের মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে ধারণা প্রদান

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও গল্প পড়া (১৫ মি) → নতুন প্রযুক্তি ও পেশা তালিকাকরন (১৫ মি) → নতুন প্রযুক্তি ও পেশা সম্পর্কে ধারণা প্রদান (২০ মি) → নিজের জন্য কাল্পনিক পেশা (১০ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। আজকে আমরা একটি মজার গল্প পড়ব বলে ঘোষনা দিন।

২. এরপর শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠা ৪৪ খুলে '২০৪১ সালের একদিন' গল্পটি সবাইকে পড়তে বলুন।

৩. গল্প পড়া শেষ হলে এখানে কী কী নতুন প্রযুক্তির কথা বলা হয়েছে তার নিচে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করতে বলুন।

৪. এবার বোর্ডে আমাদের চেনা প্রযুক্তি ও পেশা এবং নতুন প্রযুক্তি ও পেশা নামে দুটি ঘর এঁকে দিন এবং শিক্ষার্থীদের বলুন, বোর্ডে এসে নির্দিষ্ট ঘরে নামগুলো লিখে দেওয়ার জন্য।

৫. গল্পে উল্লিখিত সব প্রযুক্তির নাম লেখা শেষ হলে যাচাই করে দেখুন সবগুলো নাম এসেছে কিনা।

৬. এবার ছবি দেখিয়ে, ভিডিও দেখিয়ে আলোচনার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি ও পেশাগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিন।

৭. আলোচনা শেষ হলে এগুলো নিয়ে বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন পত্র/পত্রিকা, বই/ জার্নাল, ইন্টারনেট ইত্যাদি থেকে আরও বিস্তারিত জানার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করুন।

৮. এবার যেকোনো একজনকে ডেকে তার কাল্পনিক পেশার গল্প শুনুন। হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন এবং আজকের ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য

গল্পে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি ও পেশার উল্লেখ রয়েছে। এখানে কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হলো-

ক) আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি: আরটিফিসিয়াল মানে কৃত্রিম, ইন্টেলিজেন্স মানে বুদ্ধি। এই দুইটি শব্দ একত্রে হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে রোবট ও অন্য যন্ত্রদের বুদ্ধিমান করা হয়। মানুষ যেকোনো নতুন জিনিস কীভাবে শিখে? পরিবেশ থেকে পর্যবেক্ষণ করে নিজে নিজে শিখতে পারে কিংবা অন্য কেউ তাকে একটি কাজ করা শিখিয়ে দিতে পারে। ঠিক তেমনি আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি রোবট বা ডিভাইসকে শিখিয়ে দেয়া হয় একটি কাজ কীভাবে করতে হয়। ফলে রোবট বা ডিভাইসটি মানুষের মত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করতে পারে।

খ) ইন্টারনেট অব থিংস প্রযুক্তি: থিংস মানে বস্তু। ইন্টারনেট অব থিংস মানে হল ইন্টারনেটের সহায়তায় কোন বস্তু বা ডিভাইসকে নিয়ন্ত্রণ করা। এক্ষেত্রে রিমোটের মাধ্যমে টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ দিবেন। রিমোট দিয়ে চাইলে আমরা টেলিভিশন চালু বন্ধ করতে পারি, বিভিন্ন চ্যানেল পাল্টাতে পারি, টেলিভিশনের শব্দের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ইত্যাদি।

এখানে রিমোট আছে বলে টেলিভিশনকে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে। ঠিক তেমনি ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইন্টারনেটকে রিমোটের মত ব্যবহার করা যায়, যেন ইন্টারনেটের সাহায্যে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসে একটি ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাসায় থাকা যেকোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন ফ্রিজ, এসি, বাতি, পাখা, টিভি ইত্যাদি সবই এভাবে ইন্টারনেটের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ইন্টারনেট পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকেই ব্যবহার করা যায়। তাই ইন্টারনেট অব থিংস প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকেই নিজের বাসার একটি ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

গ) সাইবার সিকিউরিটি প্রযুক্তি: সাধারণত একটি এলাকায় যখন কোন চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি ঘটে সেটি প্রতিরোধ করার জন্য ও অপরাধীদের ধরার জন্য পুলিশ থাকে। ঠিক তেমনি অনলাইন জগতেও অপরাধ ঘটতে পারে। যেমন কেউ একজন মানুষের অনলাইনে কোন তথ্য চুরি করতে পারে, তাকে

অপমান করতে পারে, তাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করতে পারে। এরকম কিছু অনলাইনে সংঘটিত হলে সেটি প্রতিরোধ করার ও এমন অপরাধীদের ধরার জন্য সাইবার সিকিউরিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করেন সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞরা।

ঘ) ডিজিটাল মার্কেটিং: মার্কেটিং মানে কোন পণ্যের প্রচারণা করা ও ঐ পণ্য কিনতে গ্রাহককে আগ্রহী করে তোলা। ডিজিটাল মার্কেটিং মানে হল অনলাইন মাধ্যমে পণ্যের প্রচারণা করা ও গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই প্রযুক্তিতে অনলাইন মাধ্যমে একটি পণ্য নিয়ে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা চালানো হয়। ফলে অনলাইনে থাকা নির্দিষ্ট মানুষের কাছে তার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বিজ্ঞাপন পৌঁছে যায়।

ঙ) অগমেন্টেড রিয়েলিটি প্রযুক্তি: অগমেন্টেড রিয়েলিটি কে বাস্তব জগতের এক বর্ধিত সংস্করণ বলা যায়। এক্ষেত্রে বাস্তব পরিবেশের উপর কম্পিউটার নির্মিত একটি স্তর যুক্ত করা হয়, তখন সেই বাস্তব এবং ভার্চুয়ালের সংমিশ্রণে তৈরি হয় সব কিছুকে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাটি প্রকৃত জগতের সাথে এমনভাবে জড়িত যে এটি বাস্তব পরিবেশের অংশ বলে মনে হয়। এর সাহায্যে বাস্তব জগতের সাথে আরো গভীরভাবে প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ পাওয়া যায়। ভয়েস কমান্ডের মতো সাধারণ কাজ থেকে শুরু করে মানুষের শরীরে জটিল অস্ত্রোপচারের মতো জটিল কাজেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।

চ) বিগ ডাটা প্রযুক্তি: বিগ ডাটা দ্বারা প্রচুর পরিমাণ ডাটা বা তথ্যের সমষ্টিকে বোঝায়, এত বেশি তথ্য যে সেগুলোকে আমাদের পরিচিত কম্পিউটার দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় এমন তথ্য নিয়ে নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং ও এলগরিদম অনুসরণ করে বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করেন। যেমন একটি নদীর কোথায় কোথায় কোন বছর ভাঙন হয়েছে ও সেই বছর বৃষ্টির পরিমাণ কেমন ছিল, এই তথ্য কয়েকশত বছর ধরে জমা করলে এত বেশি তথ্য উপাত্ত হবে যে স্বাভাবিক উপায়ে এই তথ্যকে বিশ্লেষণ করার উপায় থাকে না। তখন বিগ ডাটা ইঞ্জিনিয়াররা তাদের গবেষণা ও নির্দিষ্ট এলগরিদম ব্যবহারের মাধ্যমে এই তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সমাধান খুঁজে বের করেন।

৩য় ক্লাস

ভবিষ্যতের প্রযুক্তির সন্ধান

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → দলগত কাজ: মানব কল্যানে প্রযুক্তির ব্যবহার (২০ মি) → একক কাজ: কাল্পনিক পেশা (২০ মি) → বাড়ির কাজ (৫ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। গত ক্লাসের গল্পটি নিয়ে কাউকে তার অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

২. দলগত কাজ: এবার সবাইকে ৬ টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে একেকটি প্রযুক্তির নামে নামকরন করুন। দলের নাম অনুযায়ী প্রযুক্তিটি মানব কল্যানে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যহার করা যেতে পারে তা কল্পনা করে পৃষ্ঠা ৫১ এর সংশ্লিষ্ট ঘরটি পূরণ করতে বলুন।

ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে দলগুলোকে সহায়তা করুন। প্রয়োজনীয় সংকেত (ক্লু/হিন্টস) দিন। সবাই যেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষিত চিন্তা করে উক্ত ঘরগুলো পূরণ করে তা মনে করিয়ে দিন, দলগত কাজে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।

সবার লেখা শেষ হলে প্রতিটি দলকে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে বলুন। একদলকে অন্যদল ফিডব্যাক দিতে বলুন। প্রয়োজন মনে হলে (বিশেষ কিছু যোগ করার প্রয়োজন হলে) তাদের ফিডব্যাক দিতে সহায়তা করুন।

সবার উপস্থাপন শেষ হলে দলগুলোকে ধন্যবাদ জানান।

৩. এবার সবাইকে পৃষ্ঠা ৫২ খুলে একক কাজের ছকটি বের করতে বলুন। পাঠ্যপুস্তকের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের কাল্পনিক ভবিষ্যতের পেশা ও বেছে নেওয়া প্রযুক্তি সম্পর্কে ছকের ঘরগুলো পূরণ করতে বলুন।

৪. যেকোনো একজনের ছকটি সামনে এসে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন শেষে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন।

৫. বাড়ির কাজ: বাড়িতে গিয়ে কাল্পনিক পেশা নিয়ে আরও ভাবতে বলুন। এ নিয়ে কোনো গল্প/ কবিতা/ নাটক/ছবি আঁকা/ মডেল বানানো/ নকশা করা ইত্যাদি যেকোনো একটি করে অভিভাবকের স্বাক্ষর বা মতামতসহ পরের ক্লাসে জমা দিতে বলুন।

৬. সবার মনে কল্পনার সাগরে ডুব দেওয়ার অভিলাষ ঢুকিয়ে দিয়ে আজকের ক্লাসের সমাপ্তি টানুন।

৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ক্লাস

নাটক প্রদর্শনের প্রস্তুতি ও নাটক প্রদর্শন

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার, নাটক মঞ্চস্থ করতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ ও নাটকের স্ক্রিপ্ট ইত্যাদি

৪ র্থ ক্লাস নাটকের গল্প তৈরি, পরিকল্পনা (৬০ মি) → ৫ম ক্লাস নাটক মঞ্চায়ন করা/ ক্লাসে অভিনয় করা (৫০ মি) → ৬ষ্ঠ ক্লাস নাটক নিয়ে আলোচনা (৬০ মি)

১. নাটকের প্রস্তুতির জন্য একটি ক্লাস বরাদ্দ করুন। স্ক্রিপ্ট তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন। মানবিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি দিকগুলো নজর রাখার বিষয়ে বিশেষভাবে নজর রাখার কথা মনে করিয়ে দিন। ক্লাসের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর এই প্রোগ্রামে অবশ্যই কোনো না কোনো কাজে অংশগ্রহণে বাধ্যবাধকতা রয়েছে এই বিষয়টিও সবাইকে মনে করিয়ে দিন।

২. শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নাটক তৈরিতে সহায়তা করুন, তাদের নাটকের গল্প, নাটক মঞ্চায়নের স্থান নির্বাচন, নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করুন। যেহেতু ভবিষ্যতের পেশা ও প্রযুক্তি নিয়ে তারা কাজ

করতে যাচ্ছে তাই তাদের বিভিন্ন আইডিয়া সংক্রান্ত কোন জিজ্ঞাসা থাকলে সেটির উত্তর দিতে চেষ্টা করুন।

৩. নাটক প্রদর্শনের জন্য একটি ক্লাস বাছাই করুন। সেইদিন প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

৪. নাটক প্রদর্শনের পরের ক্লাসে নাটক নিয়ে আলোচনা করতে বসুন শিক্ষার্থীদের সাথে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা হতে পারে-

ক) নাটকের কোন দিকটি শিক্ষার্থীদের ভালো লেগেছে?

খ) যে চরিত্র ও পেশায় শিক্ষার্থীরা অভিনয় করল সে সম্পর্কে তাদের অনুভূতি কি?

গ) এক্ষেত্রে কোন কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তারা হয়েছে ও কীভাবে সেটি সমাধান করেছে?

ঘ) ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেমন লেগেছে?

ঙ) ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা কীভাবে প্রস্তুত হতে পারি?

৫. জীবন ও জীবিকা বিষয়ক খাতায় নাটক করার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করুন। ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস শেষ করুন।

৬. স্বমূল্যায়নের কাজগুলো শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে করে আনার নির্দেশনা দিন এবং ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪ আর্থিক ভাবনা

শিখন যোগ্যতা

আর্থিক কার্যক্রমে নৈতিকতা বজায় রেখে যৌক্তিকভাবে নিজ ও পরিবারের আর্থিক লেনদেন সম্পাদনে ভূমিকা রাখতে পারা।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে...

- আর্থিক লেনদেনের ধারণায়ন
- নিজ ও পরিবারের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতার ধারণায়ন
- আর্থিক লেনদেনে নৈতিকতার ধারণায়ন
- নিজ ও পরিবারের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও যৌক্তিকতার ক্ষেত্রসমূহ অনুসন্ধান
- নিজ ও পরিবারের আর্থিক লেনদেনের ইতিবাচক অনুশীলন

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সেগুলো হলো-

ক) পারিবারিক লেনদেনে যৌক্তিকতা যাচাই

খ) বিভিন্ন কেসস্টাডির ভিত্তিতে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নৈতিকতা অনুশীলনের পরামর্শ প্রদান

গ) পারিবারিক লেনদেনে নৈতিকতা যাচাই

মোট ক্লাস সংখ্যা : ৫

বিশেষ কিছু কথা

আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ করানোর সময় সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনোভাবেই যেন কোনো শিক্ষার্থী আর্থিক ডায়েরি বা হিসাব নিকাসের বিষয় নিয়ে নিজেদের পারিবারিক অনটনের কারণে হীনমন্যতায় না ভোগে কিংবা কোনো শিক্ষার্থী যেন আবার আতিশায্যের অহংকারে ভেসে না যায়, অন্যদেরকে পীড়ন বা বুলিইং না করে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

১ম ক্লাস

আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে ধারণা প্রদান

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধ্যায়ের ঘোষণা (৫ মি) → আলোচনা: ক্রয় ও বিক্রয় (১০ মি) → গল্প পাঠ (১০ মি) → দলগত কাজ: ছক পূরণ (১০ মি) → আলোচনা : আর্থিক লেনদেন (১৫ মি) → বাড়ির কাজ অর্পন (১০ মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করে শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম শুরু করুন।

২. সকল শিক্ষার্থীকে যদি কিছু টাকা দেয়া হয় তাহলে তারা সেই টাকা দিয়ে কী কিনতে চায় তা জিজ্ঞাসা করুন। কয়েকজন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনুন এবং বলুন যে আজকে আমরা আর্থিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যা নিয়ে আমাদের 'আর্থিক ভাবনা' অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে। এরপর বোর্ডে উপরের অংশে 'আর্থিক ভাবনা' নামটি বড় করে লিখে দিন।

৩. আলোচনার শুরুতেই কবিতার লাইনগুলো পড়িয়ে, ছবি দেখিয়ে (মাল্টিমিডিয়ায়), উদাহরণের মাধ্যমে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করুন।

৪. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৮ থেকে রানু ও রাতুলের গল্পটি পড়তে দিন।

৫. দলগত কাজ: গল্পটি পড়া শেষ হলে সবাইকে ৪/৫ টি দলে ভাগ করুন। দলগত আলোচনার মাধ্যমে ছক ৪.১ পূরণ করতে বলুন ।

ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে দলগুলোকে সহায়তা করুন। প্রয়োজনীয় সংকেত (ক্লু/হিন্টস/ধারণা) দিন। দলগত কাজে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।

সবার লেখা শেষ হলে যেকোনো একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যদলগুলোকে ফিডব্যাক দিতে বলুন।

৬. এবার পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় লেনদেন কী তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন। সবাই লেনদেন কী তা বুঝতে পেরেছে কিনা জেনে নিন, কেউ না বুঝে থাকলে উদাহরণ দিয়ে পুনরায় ব্যাখ্যা করুন।

৭. এবার শিক্ষার্থীদের সবাইকে আর্থিক ডায়েরির কথা মনে করিয়ে দিন। ডায়েরির রেকর্ড দেখে পৃষ্ঠা ৬০ এর ছক ৪.২ বাড়িতে বসে পূরণ করতে বলুন এবং অভিভাবকের মতামত বা স্বাক্ষরসহ পরের ক্লাসে জমা দিতে বলুন।

৮. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য

বেঁচে থাকার জন্য আমরা প্রতিনিয়তই একজন আরেকজনের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করি। আবার প্রতিদিনই আমরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা সেবা সামগ্রীর বিনিময় বা লেনদেন করি। আমরা যে সকল বিনিময় বা লেনদেন করি তার সবগুলো একই ধরনের নয়। কিছু বিনিময় বা লেনদেনের সাথে অর্থের সম্পর্ক রয়েছে, আবার কিছুর সাথে নেই। যেমন আইসক্রিম কেনা একটি লেনদেন, এই লেনদেনটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমরা আইসক্রিম বিক্রেতার কাছ থেকে আইসক্রিম নিয়ে তার বিনিময়ে তাকে টাকা বা অর্থ দেই। আবার রিকশাওয়ালা আমাদেরকে একস্থান হতে অন্যস্থানে নিয়ে যাবার মাধ্যমে সেবা প্রদান করেন, তার বিনিময়ে আমরা তাকে ভাড়া হিসেবে টাকা দেই এটাও এক ধরনের বিনিময় বা লেনদেন। একইভাবে- বই খাতা কেনা, শাক-সবজি বিক্রি করা ইত্যাদি লেনদেনের সাথে অর্থ বা টাকার সম্পর্ক রয়েছে বলে এগুলোকে আর্থিক লেনদেন বলা হয়। অন্যদিকে দুই বন্ধুর মধ্যে বই বিনিময় করার সময় আমরা একজন আরেকজনের কাছ থেকে বই নিই কিন্তু এখানে আমরা কেউই কাউকে কোনো টাকা বা অর্থ প্রদান করি না। তাই এ ধরনের লেনদেনগুলোকে আর্থিক লেনদেন বলা যায় না। আর্থিক লেনদেনে সর্বদা দুই জন কিংবা দুটি পক্ষ অংশগ্রহণ করে, যারা একে অপরের সাথে অর্থ বা সম্পদের বা সেবার আদান প্রদান করে থাকে।

২য় ক্লাস

যৌক্তিকভাবে আর্থিক লেনদেন করা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → গল্প পাঠ (১০ মি) → দলগত কাজ: পোস্টার তৈরি (১৫ মি) → দলগত কাজ: লেনদেনে যৌক্তিকতা (১৫ মি) → আলোচনা : লেনদেনে যৌক্তিক আচরণ (১০ মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। এবার আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে দুই/একটি প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করে নিন।

২. এরপর পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬০ এর রফিক ও রাজুদের গল্পটি নিরবে সবাইকে পড়তে দিন। সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়ছে কিনা ঘুরে ঘুরে তা পর্যবেক্ষণ করুন।

৩. দলগত কাজ: এবার সবাইকে ৪/৫ টি দলে বিভক্ত করুন এবং গল্পে যেসব লেনদেন হয়েছে দলগত

আলোচনার মাধ্যমে পোস্টারে তার একটি তালিকা করতে দিন। পোস্টারগুলো ক্লাসে ডিসপ্লে করতে দিন। প্রত্যেক দলকে সবার পোস্টার পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।

পোস্টারে কারও ভুল তথ্য দেওয়া হলে তা সংশোধন করে দিন। এবার নিজ নিজ দলে বসে উক্ত লেনদেনগুলোর যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনার করতে বলুন।

প্রথম লেনদেনটির যৌক্তিক ব্যাখ্যা একটি দলকে এসে উপস্থাপন করতে বলুন। অন্যদলগুলোকে ফিডব্যাক দিতে বলুন। এভাবে প্রতিটি লেনদেনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা শুনে নিন।

৪. এবার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কী কী যৌক্তিক আচরণ করা উচিত তা আলোচনার মাধ্যমে একটা একটা করে বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপ আকারে উপস্থাপন করুন।

৫. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য

আমরা যৌক্তিকভাবে আর্থিক লেনেদেন করার জন্য লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলোর একটি তালিকার সাথে পরিচিত হই, যা আমাদের সকলেরই অনুসরণ করা উচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে-

- ❖ যাচাই না করে আর্থিক লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।
- ❖ মূল্য বেশি হলেই জিনিস ভালো হবে এমন ভাবা সঠিক নয়।
- ❖ দাম নির্ধারণ (দরাদরি) করার ক্ষেত্রে জিনিসের গুণগতমান যাচাই করে নিতে হয়।
- ❖ একটি জিনিষের প্রকৃত দাম জানার জন্য বাজার যাচাই করতে হয়।
- ❖ আর্থিক লেনদেন করার সময় তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।
- ❖ প্রতিটি জিনিষেরই এমন একটি দাম রয়েছে যা তার ন্যায্য দাম হিসেবে পরিচিত। ন্যায্য দামেই জিনিষ কেনা উচিত।
- ❖ অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আর্থিক লেনদেন করা ঠিক নয়।
- ❖ দাম কম হলেই জিনিষ কিনে বা আর্থিক লেনদেন করে সবসময় লাভবান হওয়া যায় না। তাই কমদামে জিনিস কেনার ক্ষেত্রে ভালোমন্দ যাচাই করে নিতে হয়।
- ❖ অপ্রয়োজনীয় বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ কেনা মানেই অপচয়। তাই এ ধরনের আর্থিক লেনদেন পরিহার করতে হয়।

৩য় ক্লাস

যৌক্তিকভাবে আর্থিক লেনদেন করা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → দলগত কাজ কেসস্টাডি (১৫ মি) → দলগত কাজ: উপস্থাপন (১৫ মি) → অভিজ্ঞতা বিনিময় : লেনদেনে যৌক্তিকতা (১০ মি) → বাড়ির কাজ (৫ মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। এবার যৌক্তিকভাবে আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে দুই/একটি প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করে নিন।

২. দলগত কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করুন এবং পৃষ্ঠা ৬৪ থেকে ৬৬ এর মধ্যে বিদ্যমান ৫টি কেস ৫টি দলের মধ্যে বণ্টন করে দিন।

প্রতিটি দলকে নিজ দলের কেসটি ভালোভাবে পড়তে বলুন এবং পাশের বক্সে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলুন।

ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। কেসগুলোর উত্তর সাজাতে প্রতিটি দলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।

এবার প্রতিটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতিটি দলের উপস্থাপন শেষে অন্যদলকে ফিডব্যাক দিতে বলুন।

৩. অভিজ্ঞতা বিনিময়: সবার উপস্থাপন শেষে যৌক্তিকভাবে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নিজের জীবনের একটি অভিজ্ঞতা/উদাহরন শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করুন। শিক্ষার্থীদের কারও কেনাকাটায় এইরকম কোনও ঘটনা ঘটে থাকলে তাদের মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে সামনে এসে তার ঘটনাটি সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন।

৪. বাড়ির কাজ: এবার সবাইকে পৃষ্ঠা ৬৬ খুলতে বলুন এবং বাড়ির কাজ হিসেবে ছক ৪.৩ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে নিজেদের বাড়িতে গত এক সপ্তাহে যত ধরনের লেনদেন হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করবে এবং সেগুলোর যৌক্তিকভাবে হয়েছে কিনা তা যাচাই করে ছকের নির্ধারিত ঘরগুলো পূরণ করবে। গতএক সপ্তাহে কোনও লেনদেন না হয়ে থাকলে এর আগের সপ্তাহে বা পুরো মাসে যা লেনদেন হয়েছে তা নিয়ে কাজ করতে বলুন। কাজটি শেষ হলে অভিবাবকের মতামত বা স্বাক্ষরসহ পরের ক্লাসে জমা দিতে বলুন।

৫. এবার সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাসটি সমাপ্ত করুন।

৪র্থ ক্লাস

আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে নৈতিকতা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → গল্প পাঠ (১০ মি) → দলগত কাজ: নৈতিক লেনদেন ধারণা (২০ মি) → পোস্ট বক্স : লেনদেনে নৈতিকতা (১০ মি) → বোর্ডে ম্যাপিং (৫ মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। গতক্লাসে অর্পিত কাজটি নিয়ে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করেছে কিনা, ছকটি পূরণ করেছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। (ক্লাস শেষে সবার পাঠ্যপুস্তক জমা নিন এবং সবার ছকটি পর্যবেক্ষণ করে পরদিন ফেরত দিন।)

২. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬৭ খুলে সেখান থেকে রাজুদের গল্পটি সবাইকে পড়তে বলুন। সবাই পড়ছে কিনা তা ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন।

৩. দলগত কাজ: এবার সবাইকে ৪/৫ টি দলে ভাগ করুন এবং গল্পটির নিচে যে তিনটি প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো বোর্ডে লিখুন এবং প্রত্যেক দলকেই নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে খাতায় প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলুন। ঘুরে ঘুরে সবার কাজ তদারকি করুন এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে সহায়তা করুন।

   এরপর যেকোনো দুটি দল থেকে দলগত কাজের উপস্থাপন শুনুন, অন্যান্য দলগুলোকে ফিডব্যাক দিতে বলুন। উত্তরে বাড়তি কিছু যোগ করার প্রয়োজন হলে তা ব্যাখ্যা করে বলে দিন।

৪. এবার আর্থিক লেনদেন এর ক্ষেত্রে নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ব্যাখ্যার প্রয়োজনে মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, উদাহরণ ইত্যাদি ব্যবহার করুন।

৫. অভিজ্ঞতা বিনিময়: অনৈতিক ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমের উপর একটি ভিডিও ক্লিপ দেখান অথবা একটি জীবনঘনিষ্ঠ গল্প বলুন (আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নিজের জীবনের একটি অভিজ্ঞতা/উদাহরন শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করুন।) শিক্ষার্থীদের কারও দেখা এইরকম কোনও ঘটনা ঘটে থাকলে তাদের মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে সামনে এসে তার ঘটনাটি সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন।

৬. এবার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন নৈতিকতার সাথে আর্থিক লেনদেন করার জন্য আমাদের কোন কোন বিষয়ের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে? তাদের ভাবনাগুলো একটি কার্ডে লিখতে বলুন এবং পোস্ট বক্সে ফেলতে বলুন। পোস্ট বক্সের কাগজগুলো বক্স থেকে বের করে পড়ার জন্য একজনকে সামনে ডেকে নিন।

৭. একটা করে পয়েন্ট বলার সাথে সাথে সেটি সঠিক হলে বোর্ডে লিখুন। এভাবে নৈতিকতার সাথে আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের লেখা পয়েন্টগুলো বোর্ডে তালিকা করুন।

৮. প্রয়োজন হলে উক্ত তালিকায় আরও পয়েন্ট যোগ করুন।

৯. কারও কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। প্রশ্ন না থাকলে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের ক্লাসটি সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য

নৈতিকভাবে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে আমরা সবাই নিচের নীতিগুলো মেনে চলব

১. লাভ হলেও ভেজাল জিনিস বেচা কেনা পরিহার করতে হবে।

২. লাভ করতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি করা যাবে না।

৩. তথ্য গোপন করে খারাপ পণ্য বিক্রয় করা যাবে না।

৪. বেআইনি কোন জিনিসের আর্থিক লেনদেনে অংশ গ্রহণ পরিহার করতে হবে।

৫. প্রতারণা বা ঠকানোর উদ্দেশ্যে কারো সাথে আর্থিক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. বর্তমান আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যত আর্থিক লাভের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা যাবে না।

৭. আর্থিক লেনদেনের সময় কোন ভুল হয়ে থাকলে তা যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে সংশোধন করে ফেলতে হবে।

৮. আর্থিক লেনদেনের সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না।

৯. বলপূর্বক আর্থিক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১০. আর্থিক লেনদেনের সময় কারো অক্ষমতা, অপারগতার বা অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়া যাবে না।

৫ম ক্লাস

আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে নৈতিকতা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → ভূমিকাভিনয়: নৈতিক লেনদেন (২০ মি) → দলগত কাজ (১৫ মি) → অর্পিত কাজ ও ছড়া আবৃত্তি (১০ মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। গতক্লাসে লেনদেনের ক্ষেত্রে যেসব নৈতিকতা মেনে চলতে হবে তার মধ্য থেকে একটি করে বলতে বলুন । কয়েকটি শোনার পর ধন্যবাদ জানান।

২. দলগত কাজ: এবার সবাইকে ৪/৮ টি দলে বিভক্ত করুন। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৭০-৭২ এর কেসগুলো দলের মধ্যে বণ্টন করে দিন। কেসের ঘটনাগুলো ভালোভাবে পড়তে বলুন এবং ভুমিকাভিনয় করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। একেকটি দলকে একেকটি কেসের ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন।

৪টি কেসের ভূমিকাভিনয় শেষ হলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন এবং সবাইকে পুনরায় যার যার দলে বসতে বলুন।

এবার দলগুলোর মধ্যে যারা যে কেসে অভিনয় করেছে উক্ত কেসটির পাশে যে প্রশ্নগুলো লেখা রয়েছে সেগুলো দলে আলোচনা করে উত্তর তৈরি করতে বলুন। দলে ঘুরে ঘুরে সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং উত্তর তৈরি করতে সহায়তা করুন।

এবার একেকটি কেসের জন্য একেকটি দলকে আমন্ত্রণ জানান এবং নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তরগুলো উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপিত উত্তরের সাথে অন্য দলগুলো একমত কিনা , নতুন কিছু যুক্ত করতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করুন। থাকলে যুক্ত করার আহবান জানান।

৩. দলগত কাজ: এইভাবে সবার উপস্থাপন শেষ হলে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং বাড়িতে বসে পাঠ্যপুস্তকের ছক ৪.৪ পূরণ করে আগামী ক্লাসে জমা দিতে বলুন।

৪. স্বমূল্যায়নের কাজগুলো শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে করে আনার নির্দেশনা দিন এবং ছড়াটি সমস্বরে আবৃত্তি করে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

অনৈতিকতার লেনা দেনা শিখব না।

চুরির জিনিষ আমরা কভু কিনব না।

মেয়াদবীহিন ভেজাল জিনিস

নকল করা খারাপ জিনিস

আমরা তো বেচব না।

অনেক বেশি লাভের আশায়

লোক ঠকানোর খারাপ কাজ, করবো না।

একটুখানি লাভের আশায়

জাটকা মেরে নিধন করা

বন্য প্রাণীর বেচা কেনা মানবো না।

জিতে যাবার রঙিন আশায়

বিবেক ছেড়ে মনের খাদে নামব না।

তবেই মোরা মানুষ হবো

আমাদের কেউ দমিয়ে দিতে পারবে না।’

৫
আমার জীবন আমার লক্ষ্য

শিখন যোগ্যতা

ব্যক্তিগত পছন্দ যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্প মেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে...

- নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও সামর্থ্য চিহ্নিত করা
- লক্ষ্য নির্ধারণে নিজ পরিবার ও সহপাঠীর প্রত্যাশা ও প্রভাব বিবেচনা
- নিজের জন্য উপযুক্ত একটি পেশা বা কাজকে নির্বাচন করা
- পূর্বের শ্রেণির শিখন অভিজ্ঞতার আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশলের ধাপসমূহ সুনির্দিষ্ট করা
- উক্ত পেশার স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, দীঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সেগুলো হলো-

ক) সহপাঠী, অভিভাবক ও নিজের পছন্দ বিবেচনা করে নিজের জন্য পেশা নির্বাচন করা

খ) নির্বাচিত উক্ত পেশার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা

মোট ক্লাস সংখ্যা : ৬

বিশেষ কিছু কথা

শিক্ষার্থীরা যাতে ছোটবেলা থেকেই নিজের পছন্দ, আগ্রহ ও যোগ্যতার সাথে নিজে পরিচিত হতে পারে এজন্য এখানে বেশ কিছু অনুশীলন রাখা হয়েছে। জীবনের জন্য এখনই একেবারে চূড়ান্ত লক্ষ্য বা পেশা নির্বাচন করিয়ে ফেলতে হবে, ব্যাপারটি তা নয়। নিজের আত্মবিশ্লেষণের সুত্র ধরিয়ে দেওয়া, আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলা, পরিস্থিতি ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পনা তৈরি করতে সক্ষম করে তোলাই এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

১ম ক্লাস

নিজের পছন্দ, যোগ্যতা বা সামর্থ্য চিহ্নিত করা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধ্যায়ের ঘোষণা (১০ মি) → গল্প পাঠ (১০ মি) → দলগত কাজ (১০ মি) → আলোচনা (১০মি) → ছক পূরণ (১০ মি) → সহপাঠী মূল্যায়ন (১০ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. ‘কোনো কাজ করার শুরুতেই আমাদের কী করা প্রয়োজন’- সবার উদ্দেশ্যে এই প্রশ্নটি করুন। উত্তরগুলো নেওয়ার সময় ‘লক্ষ্য স্থির করা’, ‘কী করব তা ঠিক করা’ ইত্যাদি যেন আসে সেভাবে প্রশ্ন করে করে এগুতে থাকেন। তাদের উত্তরের মধ্য থেকেই ‘লক্ষ্য’ শব্দটি বের করে আনুন এবং বোর্ডে উপরের অংশে ‘আমার জীবন আমার লক্ষ্য’ শিরোনাম লিখে দিন। আজকে থেকে নতুন অধ্যায় ‘আমার জীবন আমার লক্ষ্য’ নিয়ে আলোচনা করব-এই ঘোষণা দিন এবং অধ্যায় শুরুর কবিতা আবৃত্তি করুন।

৩. এবার সবাইকে ‘ঈশানের বদলে যাওয়া’র গল্পটি সবাইকে নিরবে পড়তে বলুন। সবাই পড়ছে কিনা তা ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করুন

৪. দলগত কাজ: কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। ‘ঈশানের বদলে যাওয়া’র গল্পটির নিচে যে প্রশ্নটি দেওয়া আছে, সেটির উত্তর দলগত আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তুত করতে বলুন। আলোচনা চলাকালে ঘুরে ঘুরে তদারকি করুন , প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন। আলোচনা শেষ হলে যেকোনো দুটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ফিডব্যাক দিন।

৫. আলোচনা : এবার পছন্দ বা আগ্রহ এবং যোগ্যতা বলতে কী বোঝায় তা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন। (প্রয়োজনে কোনো ভিডিও ব্যবহার করা যেতে পারে)

৬. ছক পূরণ: শিক্ষার্থীদেরকে জোড়া মিলিয়ে বসতে বলুন এবং পাঠ্যপুস্তকের ছক ৫.১ প্রথমে এককভাবে পূরণ করতে বলুন। এরপর পূরণ করা শেষ হলে একজনের ছক অন্যজনকে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। উক্ত ছক দেখে তার দৃষ্টিতে সহপাঠীর আগ্রহ ও যোগ্যতা খুঁজে বের করে নির্ধারিত ঘরে মতামত লিখতে বলুন।

৭. এভাবে সহপাঠীর দ্বারা শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

৮. সহপাঠী কর্তৃক মতামত দেওয়া শেষ হলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

পছন্দ ও আগ্রহের পরিবর্তন এবং পারিবারিক প্রভাব

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় (৫ মি) → অভিজ্ঞতা বিনিময় (১৫ মি) → ছক পূরণ (১০ মি) → ছক নিয়ে আলোচনা (১০ মি) → বিতর্ক নিয়ে আলোচনা (১০ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। জীবনঘনিষ্ঠ কোনো একটি গল্প বলুন যেই গল্পে বয়সের একেকটা সময় একেক কিছু হওয়ার স্বপ্ন ছিল (যেমন- খুব ছোটবেলায় কেউ জিজ্ঞেস করলে আমার ছেলে বলতো ‘বড় হয়ে আমি সিএনজি ড্রাইভার হব, আরেকটু বয়স বাড়লে সে বলতো বিজ্ঞানী হবে, আরও একটু বড় হওয়ার পর সে বলতো ফুটবলার হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল সে হয়েছে একজন প্রকৌশলী)।

২. অভিজ্ঞতা বিনিময়: এরকম ছোটবেলায় কারও এরকম কোনো স্বপ্ন ছিল কিনা যা এখন বদলে গেছে , তা জিজ্ঞেস করুন। কয়েকজনের স্বপ্নের কথা শুনুন।

৩. ছক পূরণ: এর পর পাঠ্যপুস্তকের ছক ৫.১ পূরণ করতে বলুন। ছকটি পূরণ করার পর ৩/৪ জনকে সামনে এসে উপস্থাপন করতে বলুন।

৪. ছকে যা লিখেছে তা নিয়ে সবাইকে বাড়িতে গিয়ে আরও ভালোভাবে ভাবতে বলুন।

৫. এবার একটা বিতর্কের আয়োজনের কথা ঘোষণা দিন। আগামী ক্লাসে আয়োজন করার জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। বিতর্কের পরিকল্পনা করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৩ ভালোভাবে পড়ে নিতে বলুন।

৬. বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে পরিবেশিত কোনো একটি স্কুল বিতর্ক বাড়িতে গিয়ে দেখে নিতে বলুন।

৭. শিক্ষার্থীদের সংঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কের সকল পরিকল্পনা সাজিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

(বিতর্কের আয়োজন সংক্রান্ত নিয়ম কানুন পাঠ্যপুস্তক থেকে ভালোভাবে দেখে নিন।)

৩য় ক্লাস

বিতর্ক অনুষ্ঠান: জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে যোগ্যতাই হলো একমাত্র বিবেচ্য বিষয়

সম্ভাব্য উপকরণ: নম্বর প্রদানের ছক, পক্ষ দল ও বিপক্ষ দলের নেম ট্যাগ, নামের তালিকা ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও বিতর্কের সেট সাজানো (২০ মি) → বিতর্ক অনুষ্ঠান (৩০ মি) → মূল্যায়ন ও ফলাফল ঘোষণা (১০মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। সবাইকে নিয়ে বিতর্কের সেট প্রস্তুত করুন। নির্বাচিত বিচারকদের নির্দিষ্ট আসনে বসতে দিন। মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ছক অনুসারে তিনজনকে তিনটি মূল্যায়ন শীট সরবরাহ করুন।

২. প্রথমে পক্ষ দলের প্রথম বক্তাকে আহবান জানান । স্টপ ওয়াচ চালু করুন। তার বক্তব্য ৩মিনিট শেষ হলে সতর্ক ঘন্টা বাজান। ৪ মিনিট শেষ হলে বিদায় ঘন্টা দিন। এরপর তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তাকে আহবান জানান। একই নিয়মে সতর্ক ঘন্টা ও বিদায় ঘন্টা দিন এবং বক্তব্য শেষে ধন্যবাদ জানান।

৩. এভাবেই তিন বক্তার বক্তব্য শুনুন এবং যুক্তি খন্ডনের জন্য উভয় দলের দলনেতাকে অতিরিক্ত ২ মিনিট করে সময় দিন।

{সময় ঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে এই কার্যক্রমের জন্য মোট সময় লাগবে (৩×৪=১২, ১২×২=২৪, অতিরিক্ত ২×২= ৪ মিনিট) ২৮ মিনিট। সুচারুভাবে কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে টাইমকিপারের দায়িত্ব দিন।}

৪. উভয় পক্ষের বক্তব্য ও যুক্তি খন্ডন শেষ হলে বিচারকের মূল্যায়ন ছক সংগ্রহ করে দ্রুত ফলাফল প্রস্তুত করুন।

৫. ফলাফল প্রস্তুত করাকালে বিচারকদের কাউকে অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে বলুন।

৬. ফলাফল ঘোষণা করুন । উভয় পক্ষকে করতালির মাধ্যমে উৎসাহিত করুন। বিচারকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন। আয়োজনে এবং স্ক্রিপ্ট তৈরিতে যারা সহায়তা করেছে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪র্থ ক্লাস

নিজের জন্য পেশা নির্বাচন

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, বোর্ড, চক/মার্কার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → ইচ্ছা লিখন ও আলোচনা (১০ মি) → ছক পূরণ (১৫ মি) → ছক উপস্থাপন (১৫ মি) → অর্পিত কাজ (৫মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। বিতর্ক থেকে আমরা কী শিখলাম তা জিজ্ঞেস করুন। কয়েকজনের মতামত নিয়ে সারাংশ করুন যে, জীবনের লক্ষ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধু পছন্দ ও আগ্রহ থাকলেই চলবে না এর পাশাপাশি যোগ্যতাও থাকতে হবে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে আমাদের যোগ্যতার উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

২. এবার গত ক্লাসের রেশ ধরে জিজ্ঞেস করুন, বড় হয়ে কে কী হতে চায়?

৩. অভিজ্ঞতা বিনিময়: বোর্ডে একটা বড় বৃত্ত আঁকুন। উক্ত বৃত্তের মধ্যে এক এক করে সবাইকে কী হতে চায় তা লিখে দিয়ে যেতে বলুন। শর্ত দিন যে, একটা পেশা দুইবার লেখা যাবে না। একজনে লিখে ফেললে অন্য কারও যদি একই ইচ্ছা থাকে তাহলে আগেরজনের লেখার ওপর টিক চিহ্ন দিতে বলুন।

৪. এবার দেখুন সবচেয়ে বেশি টিক পড়েছে কোন পেশায়? যে পেশায় বেশি টিক পরেছে সেই পেশার নাম যারা লিখেছে তাদেরকে হাত তুলতে বলুন। তাদের মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে জিজ্ঞেস করুন, উক্ত পেশার জন্য কী কী যোগ্যতা লাগতে পারে বলে সে ভাবছে।

৫. তার বক্তব্য শোনার পর অন্যদের কাছেও জানতে চান, উক্ত পেশার জন্য আরও কী কী যোগ্যতা প্রয়োজন?

৬. ছক পূরণ: কয়েকজনের মতামত শোনার পর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৪ খুলে ছক ৫.৩ পূরণ করতে বলুন। উক্ত ছকে নিজের পছন্দের পেশা নিয়ে কোনও ছবি/গল্প/ ছড়া/ প্রবন্ধ ইত্যাদি যেকোনো কিছু লিখতে বা বলতে পারবে তা বলে দিন। সবাই যেন অনেক ভেবেচিন্তে কাজটি করে তাও মনে করিয়ে দিন। ঘুরে ঘুরে সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। কারও কোনও প্রশ্ন/প্রয়োজন থাকলে সহায়তা করুন।

ছক পূরণ শেষ হলে যেকোনো দুইজনকে এসে নিজ নিজ ছকে যা লিখেছে বা এঁকেছে তা সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন এবং শেয়ার শেষ হলে তাদেরকে ধন্যবাদ জানান।

৭. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: এবার পূরণকৃত ছকটি বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকের সাথে শেয়ার করতে বলুন এবং নির্ধারিত ঘরে তাদের মতামত বা মন্তব্য বা স্বাক্ষর করিয়ে পরের ক্লাসে জমা দিতে বলুন।

৮. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে নৈতিকতা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক,ফ্লিপ চার্ট/পোস্টার, মার্কার, চক, বোর্ড, ডাস্টার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → ভূমিকাভিনয়: নৈতিক লেনদেন (২৫ মি) → দলগত কাজ (২০ মি) → অর্পিত কাজ ও ছড়া আবৃত্তি (১০ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। গতক্লাসে দেওয়া কাজটি বাড়িতে অভিভাবকের সাথে শেয়ার করেছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। লক্ষ্য পুরণের জন্য আমাদের কী করা প্রয়োজন তা জানতে চান।

২. গল্প পড়া: দুই একজনের মতামত নেওয়ার পর শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৬ খুলতে বলুন। আবু ও শিলার গল্পটি পড়তে বলুন।

৩. দলগত কাজ: গল্পটি পড়া শেষ হলে সবাইকে ৪/৫টি দলে ভাগ করে দিন এবং দলগত আলোচনার মাধ্যমে গল্পের নিচে দেওয়া প্রশ্নটি ভালোভাবে পড়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন। বিভিন্ন দলের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।

যেকোনো দুটি দলের পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন এবং সবাই মিলে ফিডব্যাক দিন।

৪. আলোচনা: এবার মাল্টিমিডিয়া/ বোর্ডের মাধ্যমে লক্ষ্য, পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করুন, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. এরপর শোয়াট এনালাইসিস এর বিষয়টি বোর্ডে এঁকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

৬. পরবর্তী কাজের নির্দেশনা: বাড়িতে গিয়ে আজকের আলোচনার বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তক থেকে ভালোভাবে পড়ে নিতে বলুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

[পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯ ভালোভাবে পড়ে ক্লাসটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন।]

৬ষ্ঠ ক্লাস

কেসস্টাডি: মেরিনার লক্ষ্য পূরণ এবং বিভিন্ন মেয়াদের পরিকল্পনা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার, বোর্ড, চক/মার্কার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → গল্প পড়া (১৫ মি) → দলগত কাজ: ছক পূরণ (২৫ মি) → অর্পিত কাজ: জীবন নদী (৫ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। নিজের লক্ষ্য পূরণ নিয়ে বাড়িতে সোয়াট এনালাইসিস অনুশীলন করেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। কেউ করে থাকলে তার অনুভূতি শেয়ার করতে বলুন। কেউ না করে থাকলে কাজটি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

২. গল্প পড়া: শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৯ খুলে 'মেরিনার লক্ষ্য পূরণের গল্প' পড়তে বলুন।

৩. দলগত কাজ: এবার সবাইকে ৪/৫ টি দলে ভাগ করে দিন এবং মেরিনার চরিত্রে নিজেকে কল্পনা করে দলগত আলোচনার মাধ্যমে ৯০ পৃষ্ঠার ছক ৫.৪ পূরণ করে পোস্টারে সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখতে বলুন।

ছক পূরণ শেষ হলে যেকোনো দুটি দলকে পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন। সবাই তাদের পরিকল্পনার সাথে একমত কিনা জিজ্ঞেস করুন। দলগুলোকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন। কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে তা ব্যাখ্যা করে সবাইকে বুঝিয়ে দিন।

৪. অ্যাসাইনমেন্ট: এবার শিক্ষার্থীদেরকে একটি বিশেষ অ্যাসাইনমেন্ট বা কাজ দিন। বাড়িতে তাদের নিজ এলাকার/গ্রামের/ পরিবারের কারও কর্মে সফলতার গল্প শুনতে বলুন। উক্ত গল্প শুনে তার জীবনের উত্থান পতনের প্রবাহ ধাপে ধাপে একটি জীবন নদীর মত এঁকে উপস্থাপন করতে বলুন।

৬. স্বমূল্যায়নের কাজগুলো শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে করে আনার নির্দেশনা দিন এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৬

দশে মিলে করি কাজ

শিখন যোগ্যতা

দলগতভাবে সামাজিক/ স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধান করতে পারা।

এই যোগ্যতায় যা যা থাকবে...

- কার্যকর যোগাযোগের ধারণায়ন
- কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার অনুশীলন
- সমস্যা সমাধান করা
- ধাপ অনুসরণ করে সমস্যা সমাধান করা

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সেগুলো হলো-

ক) কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার অনুশীলন করা

খ) নিজস্ব কোনও সমস্যার সমাধান করা

মোট ক্লাস সংখ্যা : ৬

বিশেষ নির্দেশনা

এই যোগ্যতা অর্জনে সহায়তার জন্য ৬টি ক্লাসের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম ক্লাসে যে ৬টি দলে বিভক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করা হবে, পরবর্তী ৫টি ক্লাসেও যেন একই দলে কাজগুলো করানো হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজগুলো ধারাবাহিক হওয়ায় এই যোগ্যতার ক্ষেত্রে দল নির্দিষ্ট রাখা প্রয়োজন। এতে মূল্যায়নেও সুবিধা পাওয়া যাবে। দল গঠনের সময় কাছাকাছি বাড়ি এমন শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনে এক দলে রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং সবল, দুর্বল, ছেলে, মেয়ে, বিশেষ চাহিদার শিক্ষার্থী ইত্যাদি মাথায় রেখে সকল দলের সদস্য নির্ধারণ করার বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

১ম ক্লাস

কার্যকর যোগাযোগের ধারণায়ন

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, চক/ মার্কার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও অধ্যায়ের ঘোষণা (১০ মি) → কেস পড়া (১৫ মি) → দলগত কাজ (২০ মি) → আলোচনা: দক্ষতা পরিচিতি (১৫ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন।

২. পিঁপড়েরা দলবদ্ধ হয়ে বড় আকারের বোঝা কীভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা পাঠ্যপুস্তকের ছবিতে দেখতে বলুন। এই দৃশ্য বাস্তবে কেউ দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। তাদেরকে বলুন যে, তারা চাইলে বাড়িতে একজায়গায় মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন চিনি, গুড় বা আখের ছোবড়া ইত্যাদি ফেলে রেখে পরীক্ষা করে দেখতে পারে পিঁপড়ের দলবদ্ধ আচরণ। এরকম আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে 'দশে মিলে করি কাজ' শিরোনামটি বের করে আনুন এবং বোর্ডে উপরের অংশে 'দশে মিলে করি কাজ' লিখে দিন। আজকে থেকে এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করা হবে তা ঘোষণা দিন।

৩. কেস স্টাডি: এবার সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৯৭ খুলে পল্লবী ও তার বন্ধুদের গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলুন। ঘুরে ঘুরে সবার টেবিলের কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন, কারও সহায়তা লাগলে তাকে পড়ে শোনান (প্রতিবন্ধী/ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে) ।

৪. দলগত কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ হয়ে বসতে বলুন এবং নিজ নিজ পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত ছকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দলগত আলোচনার মাধ্যমে লিখতে বলুন

ক) খেলার জায়গা উদ্ধারে পল্লবী ও তার বন্ধুরা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিল?

খ) পল্লবী ও তার দলের কী কী দক্ষতা সমস্যাটির সমাধানে ভূমিকা রেখেছে?

যেকোনো একটি দলকে প্রথম প্রশ্নের উত্তর বোর্ডে বুলেট আকারে লিখতে বলুন। উল্লিখিত পদক্ষেপের বাইরে আরও কোনো পদক্ষেপ আছে কিনা তা অন্যান্য দলগুলোকে জিজ্ঞেস করুন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

একইভাবে পরের প্রশ্নটিরও সমন্বিত উত্তর বোর্ডে সাজানোর ব্যবস্থা করুন।

৫. এবার উদাহরনের সাহায্যে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাগুলো বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে সেগুলো (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে/ বোর্ড ব্যবহার করে) ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৬. কারও কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন, থাকলে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার অনুশীলন

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, বোর্ড, চক/মার্কার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → দলগত কাজ : কেস সমাধান (১৫ মি) → আলোচনা (১৫ মি) → দলগত কাজ: ডায়ালগ লিখন (১৫ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। গত ক্লাসে যেসব দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করতে বলুন।

২. দলগত কাজ: শিক্ষার্থীদের বলুন আজকে আমরা কীভাবে কার্যকর যোগাযোগ করতে হয় তার একটি রিহার্সেল করব। সবাইকে ৬টি দলে বিভক্ত করুন। ৩টি দলকে পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা-১ এবং ৩ টি দলকে সমস্যা-২ নিয়ে কাজ করতে দিন। প্রতিটি দলের কাছে গিয়ে তত্ত্বাবধান করুন।

দলগত কাজের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হলে যেকোনো দুটি দলকে উপস্থাপন করতে দিন। অন্য দলগুলোর বাড়তি কোনো পরামর্শ থাকলে এর সাথে যুক্ত করতে বলুন। সবদলের কাজ সমন্বয় করে ফিডব্যাক দিন।

৩. আলোচনা: এবার এসব কাজগুলো করতে গেলে সামনে কোনো বাধা বা চ্যালেঞ্জ আসবে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। যেকোনো সমস্যা সমাধান করতে গেলে বাধা আসতেই পারে কিন্তু সেই বাধা মোকাবিলা করার কৌশল ও মনোবল আমাদেরকে অর্জন করতে হবে- এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

এরপর তাদের জিজ্ঞেস করুন, শিপ্রা এবং সজীবের সমস্যা সমাধান করতে গেলে কী কী বাধা আসতে পারে ? বাধা বা চ্যালেঞ্জগুলো অনুমান করে বলতে বলুন।

৪. দলগত কাজ: এবার পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১০০ এর বক্সে শিপ্রা ও সজীবদের সমস্যা সমাধানের জন্য দলগত আলোচনার মাধ্যমে কিছু কথোপকথনের স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে দিন।

স্ক্রিপ্ট তৈরিতে সকল দলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।

৫. বাড়ির কাজ: তৈরি করা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী আগামী ক্লাসে প্রতি দল থেকে একেকটি দৃশ্য অভিনয় করে দেখাতে হবে, তা বলে দিন এবং সেভাবে সবাইকে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলুন।

৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৩য় ক্লাস

কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার অনুশীলন

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, বোর্ড, চক/মার্কার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (১০ মি) → দলগত কাজ : অভিনয়ের প্রস্তুতি (১০ মি) → ভূমিকাভিনয় (৩০ মি) → ফিডব্যাক প্রদান (১০ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। গত ক্লাসে শিপ্রা ও সজীব কেসের সমাধানের জন্য কথোপকথন স্ক্রিপ্ট এর উপর দলগতভাবে প্রস্তুতি নিতে বলুন। কে কোন চরিত্রে ভূমিকাভিনয় (ডায়ালগসহ) করবে তা নির্ধারণ করতে বলুন।

২. দলগত কাজ: একেকটি দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য একেকটি দলকে আহবান জানান। অন্যদের সবাইকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলুন। ডায়ালগগুলো প্রেক্ষিত অনুযায়ী কতটা যথাযথ হয়েছে তা যাচাই করতে বলুন। ডায়ালগ সঠিক না হলে যথাযথ ডায়ালগ কী হলে কার্যকর যোগাযোগ হতো তা ব্যাখ্যা করে বলুন।

৩. আলোচনা: একইভাবে প্রতিটি দৃশ্যের ভূমিকাভিনয় শেষ হলে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন। কার্যকর যোগাযোগের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য

সমস্যার সমাধানে কার্যকর যোগাযোগের গুরুত্ব অনেক। কারো সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় কিছু নীতিমালা হলো-

১. যোগাযোগের জন্য এটি একটি ভালো সময় ও স্থান কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে; পরিবেশটি যেন ঝামেলামুক্ত থাকে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

২. বক্তব্য যেন সুস্পষ্ট হয় এবং ব্যক্তি যেন বুঝতে পারে সেই উপযোগী শব্দ চয়ন ও বাক্যবিন্যাস করতে হবে।

৩. একইসঙ্গে একাধিক বিষয় বা ইস্যু নিয়ে কথা বলা ঠিক হবে না।

৪. বিপরীত পক্ষ কথা বলতে না চাইলে তার এই ধরনের মতামতকে সম্মান দেখাতে হবে; সেক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ের জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

৫. যার সাথে যোগাযোগ করা হবে তিনি যোগাযোগকারীকে ভালোভাবে দেখছেন কিনা সেটিও যাচাই করে নিতে হবে; তিনি অপছন্দ করতে পারেন এমন ব্যক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

৬. এমন কোনো শব্দ বলা যাবে না, যাতে তিনি আহত বা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন, কিংবা তার কোনো দুর্বলতা বা পুরোনো কষ্ট জাগিয়ে তোলে এমন কিছু করা যাবে না।

৪র্থ ক্লাস

সমস্যা সমাধান করা

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, চক/ মার্কার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → আত্মপ্রতিফলন (১০ মি) → আলোচনা: ৬ Ds (১৫ মি) → অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → প্রজেক্ট পরিচিতি (১০ মি)

১. সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। গত ক্লাসের ভূমিকাভিনয় সবার কেমন লেগেছে জিজ্ঞেস করুন। উক্ত অনুশীলন থেকে তারা কী শিখেছে জানতে চান। দুই/তিনজনের অনুভূতি শুনুন।

২. তাদের এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে কোথায় কোথায় কাজে লাগাতে পারবে তা বোর্ডে এসে বুলেট আকারে লিখতে বলুন।

৩. আলোচনা: এবার সমস্যা সমাধানের জনপ্রিয় পদ্ধতি বা ধাপ (যা সলিউশান ফ্লুয়েন্সি নামে পরিচিত) গুলো মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উদাহরণসহ আলোচনা করুন। (আলোচনার সুবিধার্থে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন/ ভিডিও/ ছবি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তক ও ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়ে এই বিষয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে নেওয়া যেতে পারে।)

৪. অভিজ্ঞতা বিনিময়: ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যায় পড়া এবং সেখান থেকে উত্তরণের কোনো গল্প কারও থাকলে এবার সেটি সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন। (উদাহরণ হিসেবে বলুন, তারা কেউ অভিনেতা নয়, তবু তাদেরকে অভিনয় করতে বলা হলো, স্ক্রিপ্ট লিখতে বলা হলো- এটা ছিল তাদের জন্য একটা সমস্যা। তারা সবাই মিলে আলোচনা করে, পরিকল্পনা করে, গত দুইদিন ধরে অভিনয়ের জন্য রিহার্সেল দিয়ে এই যে সফল একটা উপস্থাপনা করল, এর মধ্য দিয়েই তারা সমস্যা পাড়ি দিয়েছে, সফল হয়েছে।)

৫. কেউ এসে অভিজ্ঞতা শেয়ার করলে তাকে করতালির মাধ্যমে উৎসাহিত করুন।

৬. প্রজেক্ট পরিচিতি: এর পর পাঠ্যপুস্তকে পৃষ্ঠা ১০৭ এর প্রজেক্ট ওয়ার্কটি সবাইকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। কীভাবে করতে হবে, কী ধরনের সমস্যা বেছে নেওয়া যেতে পারে তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৭. প্রজেক্টটি করার পর শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতার গল্প/প্রবন্ধ/কবিতা/ছড়া/ছবি/কোলাজ ইত্যাদি যেকোনো কিছু তৈরি করতে পারে এবং সেগুলো তাদের দেয়ালিকায় কিংবা ম্যাগাজিনে ছাপাতে পারে –এই ঘোষণাটিও দিয়ে দিন।

৮. এবার ষষ্ঠ শ্রেণির একটি ছড়ার লাইন সমস্বরে সবাইকে নিয়ে আবৃত্তি করুন

বিচার করে সূক্ষ্মভাবে, তথ্য জমাই ভান্ডারে

যোগাযোগে পটু হয়ে সমস্যাকে যাই উতরে।

৯. এর পর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

প্রজেক্টের প্রস্তুতি

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, চক/মার্কার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় ও রিক্যাপ (৫ মি) → এলাকাভিত্তিক দল বিভাজন (১৫ মি) → দলগত আলোচনা (৩৫ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

২. প্রজেক্ট ওয়ার্কের জন্য এলাকাভিত্তিক দল বিভাজন করুন।

৩. দলের সবাইকে একসঙ্গে বসে পরিকল্পনা করতে বলুন।

৪. সব দলে গিয়ে তাদের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করুন।

৫. শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বা বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।

৬. ক্লাসের বাইরেও যেকোনো প্রয়োজনে যেন শিক্ষার্থীরা আপনার যোগাযোগ করে তা মনে করিয়ে দিন।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৬ষ্ঠ ক্লাস

প্রজেক্টের প্রস্তুতি

সম্ভাব্য উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক, চক/মার্কার ইত্যাদি

শুভেচ্ছা বিনিময় (৫ মি) → প্রজেক্টের হালনাগাদ তথ্য (১৫ মি) → পরামর্শ প্রদান (২০ মি) → প্রেষণামূলক বক্তৃতা (৫ মি) → গান: আমরা করব জয় ...(৫ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।

২. সকল দলের প্রজেক্ট সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য শুনুন ।

৩. প্রতিটি দলকে প্রয়োজনমতো পরামর্শ বা নির্দেশনা দিন।

৪. যেকোনো সহযোগিতায় পাশে থাকবেন তা নিশ্চিত করুন।

৫. শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্রেষণা সঞ্চার করুন।

৬. ‘আমরা করবো জয়...’ গানটি সবাই মিলে গাইতে বলুন।

৭. স্বমূল্যায়নের কাজগুলো শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে করে আনার নির্দেশনা দিন এবং ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

[শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদানের উদ্দেশ্যে নিচের ছক অনুসরনে একটি রিপোর্ট তৈরি করে নিন এবং প্রয়োজনীয় রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ।]

দল ও রোল নং	সমস্যা চিহ্নিত করা			দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ			কার্যকর যোগাযোগ (দলগত আলোচনায়)			কার্যকর যোগাযোগ (ভূমিকাভিনয়)			সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ		
	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন
ক (১,৫,.															
খ (...															
গ (...															
ঘ (...															
ঙ (...															
চ(...															

স্কিল কোর্স

সম্মানিত সহকর্মী,

আগামী দিনগুলোতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পথচলা সহজ ও মসৃণ করার লক্ষ্যে তাদের জন্য কিছু স্কিল কোর্সের নকশা করা হয়েছে। এগুলো আমাদের অর্থনৈতিক প্রধান তিনটি খাতের দুটিকে লক্ষ্য করে নির্বাচন করা হয়েছে। একটি হলো সেবাখাত, অন্যটি হলো কৃষিখাত। সপ্তম শ্রেণির জন্য এই দুই খাত থেকে তিনটি কোর্স রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় চাহিদা ও বিদ্যালয়ের সামর্থ্য বিবেচনা করে আরও কোর্স পরিকল্পনা/ডিজাইন করা হবে।

সেবাখাতের কোর্সগুলো প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনধারনের জন্যই অপরিহার্য। এই বয়সের সকল শিক্ষার্থী যেন নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য নিজের খাবার (ন্যুনতম) নিজেই তৈরি করতে পারে, নিজের ও পরিবারের যত্ন নিতে পারে- এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই কোর্সগুলো পরিকল্পনা করা হয়েছে। এগুলো আগামী পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একান্ত জরুরি। আশা করা হচ্ছে, চলমান শিল্পবিপ্লবের ধাক্কায় সারাদেশে প্রচুর শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে । সেক্ষেত্রে, এখনকার মতো স্বল্পমূল্যে গৃহকর্মী পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আবার ঘরের কাজের জন্য রোবট কেনার সামর্থ্য সবার নাও থাকতে পারে। পরিবারে মা-বাবা দুজনেই কর্মজীবী হওয়ার ফলে সন্তানকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাও ভীষণ জরুরি হয়ে পড়বে। তাই বলা যায়, জীবনধারনের জন্য আবশ্যক এই কোর্সগুলোর সফল বাস্তবায়ন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সহায়তা করবে। তাছাড়া, কেউ ইচ্ছে করলে উক্ত কোর্সগুলো আরও বিস্তারিত শিখে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পারবে। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক কারণে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। ঝরে পরা শিক্ষার্থীরা এই কোর্সের যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে সক্ষম হলে তাদের জীবিকা অর্জনে এগুলো সহায়তা করবে। এ কারণে সেবাখাত থেকে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ‘কুকিং’, ‘কেয়ার গিভিং’ ও মুরগি পালন নামক তিনটি বাধ্যতামুলক কোর্স থাকবে। এই তিনটি কোর্সের কাজ ভবিষ্যতে পেশা হিসেবেও আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বজুড়ে আমিষের চাহিদা মেটাতে মুরগি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। নানা মুখরোচক খাবার তৈরির উপকরণ হিসেবে এর জুড়ি মেলা ভার। তাই এই চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে 'মুরগি পালন' কোর্সটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে কৃষিখাতের জন্য হয়তো পরবর্তী বছরে অন্য আরও কোর্স যুক্ত হতে পারে। অন্যান্য কোর্স যুক্ত করা হলে শিক্ষার্থীরা এই খাত থেকে নিজেদের পছন্দের কোর্স বেছে নিতে পারবে।

এই কোর্সগুলোর জন্য প্রস্তুতি

১. কেয়ার গিভিং ১ কোর্সটি সবার জন্য বাধ্যতামূলক। কুকিং ১ এবং মুরগি পালন থেকে প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী যে কোনো একটি কোর্স বেছে নিতে হবে।

২. জীবন জীবিকার এই কোর্সের জন্য আপনাদেরকে ভালোভাবে তিনটি কোর্স শিখে নিতে হবে।

৩. কুকিং কোর্সের জন্য নিজ বাড়িতে প্রতিটি পদ/আইটেম (ডাল, সবজি ও মাছ রান্না) ভালোভাবে অনুশীলন করে নিতে হবে। নিরাপত্তাবিষয়ক সতর্কতা অনুসরণ করে কাজগুলোতে পারদর্শিতা অর্জন করে নিতে হবে।

৪. মুরগি পালন কোর্সের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভালোভাবে এই বিষয়ে আপনাকে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। নিকটস্থ খামারের কারও সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অফিস অথবা সংশ্লিষ্ট কারও নিকট থেকে ভালোভাবে শিখে নিতে হবে অথবা তাদের কাউকে নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণিকক্ষে এনে স্কিলটি শেখানো যেতে পারে।

৫. কেয়ার গিভিং এর বিশেষ দক্ষতাগুলো যেমন- জ্বর মাপা, দাঁত ব্রাশ করা, বিছানা গোছানো, বিছানা থেকে তুলতে সহায়তা করা ইত্যাদি নিজে ভালোভাবে শিখে নিতে হবে। শেখার জন্য স্থানীয় কোনো স্বাস্থ্যকর্মী বা নার্সের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। ইন্টারনেটেও এই ধরনের কাজের ভিডিও পাওয়া যায়, সেগুলোও দেখে নেওয়া যেতে পারে।

৬. কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন- কুকিং কোর্সের জন্য উনুন বা চুলা, ডাল, সবজি, পেঁয়াজ, কাচামরিচ, লবন , তেল ইত্যাদি সংগ্রহের বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সহায়তা কিংবা স্থানীয় অভিভাবকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। ম্যানেজিং কমিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করতে হবে।

৭. কেয়ার গিভিং এর জন্য স্কুল থেকেই থার্মোমিটার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া স্কুলের ফাস্ট এইড বক্সেও থার্মোমিটার থাকে। বিশেষ কৌশলগুলো শেখানোএ জন্য ড্যামী রাখার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

৮. কেয়ার গিভিং এর প্রতিটি ক্লাস খুবই যত্নের সাথে প্রত্যেককে অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. রূটিনে ক্লাস বন্টণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রথমদিন মূল কোর্সের ক্লাস এবং পরেরদিন স্কিল কোর্সের ক্লাস এভাবে পালাক্রমে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজ বাড়িতে স্কিল কোর্সের কাজগুলো অনুশীলনের পর্যাপ্ত সময় পায়।

১০. স্কিল কোর্সের ক্লাস শুরুর আগে অবশ্যই অভিভাবক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করে এগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। বাড়িতে এই কাজগুলো অনুশীলনের বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১১. নিরাপত্তা ইস্যুগুলো অভিভাবককে বিশেষভাবে অবহিত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা বাড়িতে অনুশীলনের সময় যেন তা অবশ্যই পালন করে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করতে হবে। প্রথমদিকে বাড়িতে অনুশীলনের সময় অবশ্যই শিক্ষার্থীদের পাশে থাকতে হবে। নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে দক্ষ হয়ে উঠার পর তারা নিজেরাই কাজগুলো করতে পারবে।

স্কিল কোর্স: এক

কুকিং

- কুকিং কোর্সের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে। কুকিং এর ক্ষেত্রে সতর্কতা বিষয়ক নিয়ম কানুনগুলো খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। রান্না শেখানোর সময় শিক্ষার্থীদের একা ছেড়ে দেয়া যাবে না। কাজ চলাকালে সকল শিক্ষার্থীর দিকে খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানে রান্নার কাজে নিয়োজিত কাউকে উক্ত পিরিয়ডগুলোতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য ক্লাসে নিয়ে আসতে হবে।
- এই বয়সের ছোট বাচ্চারা একটু কৌতুহলী হয়। অতি আগ্রহের কারণে সামান্য অসতর্কতায় শিক্ষার্থীদের বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এটি সবসময় মনে রাখতে হবে এবং তাদেরকে শুরুতেই এসব বিষয়ে ভালোভাবে সতর্ক করে দিতে হবে।

ডাল রান্না

১. রান্নার ক্লাস শুরুর আগের দিন শিক্ষার্থীদের সবাইকে বাড়িতে ডাল রান্না (যিনি রান্না করেন তার সাথে রান্নার সময় যুক্ত থেকে) ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসতে বলুন। কীভাবে তিনি রান্না করছেন তা তার সাথে আলাপচারিতার মাধ্যমে জেনে আসতে বলুন।

২. পরদিন ক্লাসে প্রথমে রান্নার প্রতি প্রেষণা সৃষ্টির জন্য পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১১৫ এর ডাল রান্না নিয়ে গল্পটি পড়তে দিন। এবার ক্লাসে অথবা প্রতিষ্ঠানের রান্নাঘরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কার্যক্রম শুরু করুন। বাড়িতে

গতদিন যে সকল শিক্ষার্থী ডাল রান্না করা দেখেছে, প্রথমে তাদের হাত তুলতে বলুন। যারা হাত তুলেছে, তাদের মধ্য থেকে যেকোনো দুইজনকে ডেকে সামনে নিয়ে আসুন এবং সবার উদ্দেশ্যে ডাল রান্না দেখার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে বলুন।

৩. হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ জানান। প্রথম ক্লাসে রান্নার প্রস্তুতি শেখানোর ব্যবস্থা করুন। অর্থাৎ রান্নার যাবতীয় উপকরণের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। হাঁড়িপাতিল ধোয়া, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ ইত্যাদি কুচি করে কাটা, চুলা জ্বালানো ইত্যাদি (যা ইতোপূর্বে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে তারা শিখেছে) অনুশীলন করতে দিন। কাজ চলাকালে সতর্কতাগুলো বার বার মনে করিয়ে দিন। কাজ শেষে পরিচ্ছন্নতা বজায়ে করণীয় বিষয়গুলো অনুশীলন করতে দিন।

৪. পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ কাটাকুটি সবার শেখা হয়ে গেলে, পরের ক্লাসে পাঠ্যপুস্তকের ধাপ অনুসরণ করে সবাইকে সরাসরি ডাল রান্না করে দেখান (রান্নার কাজে মাটির ছোট উনুন কিংবা কেরোসিনের স্টোভ ব্যবহার করা যেতে পারে; তবে প্রতিষ্ঠানে রান্নাঘর থাকলে শিক্ষার্থীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেখানকার চুলা ব্যবহার করা যেতে পারে)। প্রয়োজনে ক্লাসে আগ্রহী কয়েকজনকে কাজে সহায়তা করার জন্য ডেকে নিন। প্রতিটি ধাপের সাবধানতাগুলো খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে সবাইকে বুঝিয়ে বলুন।

৫. রান্না করা শেষ হলে কেন আমাদেরকে ডাল রান্না শেখা প্রয়োজন তা জিজ্ঞেস করুন এবং দুই/তিনজনের কাছ থেকে উত্তর শুনুন । হাততালি দিয়ে তাদের প্রশংসা করুন।

৬. এবার সবাইকে ডাল রান্না শেখার গুরুত্ব তুলে ধরুন এবং বাড়িতে সপ্তাহে অন্তত দুইদিন ডাল রান্নার দায়িত্ব নেয়ার জন্য উৎসাহমূলক বক্তব্য (Motivational Speech) দিন।

৭. সবাইকে বাড়িতে গিয়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে 'ডাল রান্না' ইউনিট ভালোভাবে পড়তে বলুন এবং সেখানে উল্লিখিত ধাপ অনুসরন করে পরিবারের কারও সহায়তা নিয়ে ডাল রান্নার অনুশীলন করতে বলুন।

৮. পরবর্তী ক্লাসের শুরুতেই দুই/একজনের ডাল রান্না করতে পারার অভিজ্ঞতা সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন। এরপর নিজ নিজ দলে ভাগ হয়ে এক কাপ ডাল রান্না করে দেখাতে বলুন/ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন। ঘুরে ঘুরে সবার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করুন। নিরাপত্তাবিষয়ক সতর্কতাগুলো সবাইকে বার বার মনে করিয়ে দিন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করুন।

৯. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে রুব্রিক্স অনুসারে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন; মেন্টরিং করুন; প্রয়োজন হলে অভিভাবকের সাথে কথা বলুন। রুটিন অনুযায়ী বাড়িতে কাজগুলো করছে কিনা তা তদারকি করুন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য এই কোর্সে পারদর্শিতা অর্জন বাধ্যতামূলক। বাড়িতে কেমন করছে তা তাদের পূরণ করা ছক দেখে যাচাই করুন। ক্লাসের সক্রিয়তা ও পারফরমেন্স দেখে মূল্যায়ন করুন।

সবজি রান্না

❖ ডাল রান্নার মতো একইভাবে প্রথমে গল্প পড়িয়ে রান্নার প্রতি আগ্রহী করে তুলুন, এরপর সবজি কাটা অনুশীলন করতে দিন। পরের ক্লাসে ধারাবাহিকভাবে প্রথমে আপনি নিজে রান্না করে দেখান এবং পরের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের রান্না করতে দিন/ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন। ক্লাসে পুনরায় অনুশীলন করতে দিন।

মাছ রান্না

❖ একইভাবে প্রথমে গল্প পড়িয়ে রান্নার প্রতি আগ্রহী করে তুলুন, এরপর মাছ ধোয়া ও রান্নার প্রস্তুতি অনুশীলন করতে দিন/ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন। পরের ক্লাসে ধারাবাহিকভাবে প্রথমে আপনি নিজে রান্না করে দেখান/ভিডিও দেখান/ভূমিকাভিনয় করে দেখান এবং পরের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের রান্না করতে দিন বা ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন। ক্লাসে পুণরায় অনুশীলন করতে দিন।

পিকনিকের আয়োজন

তিনপদের রান্না শেখানো শেষ হলে একটি পিকনিকের আয়োজন করা যেতে পারে। অভিভাবকের সম্মতিক্রমে এই আয়োজন করতে হবে। পিকনিকের মেন্যু হবে ভাত, ডাল, সবজি ও মাছ ভুনা। শিক্ষার্থীদের সারা বছর ধরে সঞ্চিত টাকা/জমানো টাকা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থীকে চাপ দেওয়া যাবে না এবং৩০ টাকার বেশি কোন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে নেওয়া যাবে না। একই সাথে তার ব্যক্তিগত জমানো টাকার হিসাব আর্থিক ডায়েরিতে রয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ক্লাসে ৮টি দলের মধ্যে দুই দলকে ভাত রান্না, দুই দলকে ডাল রান্না, দুই দলকে সবজি রান্না এবং দুই দলকে মাছ রান্নার দায়িত্ব পালন করতে দিন। ব্যবস্থাপনার ও সাজসজ্জার দায়িত্ব দিন কয়েকজনকে। পুরো কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশনা দিন। একাজের জন্য অন্যান্য বিষয়ের ক্লাসের যেন সমস্যা তৈরি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। সম্ভব হলে ছুটির দিনে আয়োজন করুন। অভিভাবকদের সাথেও এই বিষয়ে আলোচনা করে তাদের সম্মতি নিয়ে নিন।

কুকিং এর তিনপদের (আইটেম) রান্নার জন্য মোট ৮টি ক্লাস ব্যবহার করুন।

১ম ক্লাস- ডাল রান্না বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময়, ডাল রান্নার প্রস্তুতি হিসেবে পেঁয়াজ, রসুন,মরিচ কাটা অনুশীলন

২য় ক্লাস- ডাল রান্না প্রদর্শন/ দেখানো ও শিক্ষার্থীদের অনুশীলন

৩য় ক্লাস- সবজি রান্না বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময়, গল্প পড়া এবং সবজি কাটা অনুশীলন

৪র্থ ক্লাস- সবজি রান্না প্রদর্শন/ দেখানো ও শিক্ষার্থীদের অনুশীলন

৫ম ক্লাস- মাছ রান্না বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময়, গল্প পড়া এবং মাছ রান্নার প্রস্তুতি অনুশীলন

৬ষ্ঠ ক্লাস- মাছ রান্না প্রদর্শন/ দেখানো ও শিক্ষার্থীদের অনুশীলন

৭ম-৮ম- ক্লাস-সকল প্রকার রান্না শিক্ষার্থী কর্তৃক অনুশীলন/ভূমিকাভিনয়/পিকনিক

(মেন্যু- ভাত, ডাল, সবজি ও মাছ ভুনা)

❖ রুব্রিক্স অনুসারে মূল্যায়ন করুন।

শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদানের উদ্দেশ্যে নিচের ছক অনুসরণে একটি রিপোর্ট তৈরি করে নিন এবং প্রয়োজনীয় রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য ঘরে টিক (√) চিহ্ন দিন ।

রোল নং	রান্নার উপকরণ গুছিয়ে রাখা			প্রতিটি ধাপে সতর্কতা মেনে চলা			পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা			সময়, পানি, আগুন ও সম্পদের অপচয় রোধ করা			যথাযথভাবে রান্না সম্পন্ন করা		
	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন	উত্তম	ভালো	অগ্রগতি প্রয়োজন
১															
২															
৩															
৪															
৫															
৬															

স্কিল কোর্স: দুই

কেয়ার গিভিং

১ম ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → গল্প পড়া (১০ মি) → আলোচনা :কেয়ার গিভিং (১০ মি) → দলগত কাজ: গুরুত্ব ও ক্ষেত্র (২০) → সারাংশ ও সমাপ্তি (৫মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীদের কারও বাড়িতে অসুস্থ কিংবা শিশু আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন এবং তাদেরকে বাড়িতে কে দেখাশোনা বা যত্ন করেন তা জিজ্ঞেস করুন।

২. গল্প পড়া: এবার সবাইকে তুষারদের গল্পটি পড়তে বলুন। ঘুরে ঘুরে তদারকি করুন যাতে সবাই গল্পটি পড়ে তা নিশ্চিত করুন। পড়তে পারে না এমন কেউ (প্রতিবন্ধী) থাকলে তাকে কারও সাথে জোড়া তৈরি করে দিন।

৩. আলোচনা: গল্পের মূলকথা কী তা সবাইকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করুন। দুই- একজনের উত্তর শুনুন।

এবার 'কেয়ার গিভিং কী' তা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে স্বচ্ছ ধারণা দিন।

৪. দলগত কাজ: এরপর শিক্ষার্থীদের ৪/৬টি দলে ভাগ করে দিন এবং ২/৩টি দলকে 'কেয়ার গিভিং শেখার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ কেন এই বিষয়গুলো আমাদের সবার শেখা প্রয়োজন এবং অন্য ২/৩ টি দলকে কেয়ার গিভারের কাজ ও কেয়ার গিভিং এর ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে নিজেদের দলে আলোচনা করে লিখতে বলুন অথবা পোস্টার তৈরি করতে বলুন।

পোস্টারগুলো দেয়ালে টানিয়ে দিতে বলুন এবং সবাইকে ঘুরে ঘুরে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।

৫. পর্যবেক্ষণ শেষে কেয়ার গিভিং শেখার গুরুত্ব এবং এর ক্ষেত্রগুলোর সম্পর্কে সারাংশ টানুন।

৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → মাইন্ড ম্যাপ (১০ মি) → দলগত কাজ : ভূমিকাভিনয় ক, খ (২৫ মি) → ভিডিও/পোস্টার প্রদর্শন/ (১৫) → সারাংশ ও সমাপ্তি (৫মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। যাদের বাড়িতে অসুস্থ কিংবা শিশু আছে তারা গতদিনের ক্লাসের পর নিজেদের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে কোনো প্রকার সেবা দিয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন এবং তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

২. মাইন্ড ম্যাপ: এবার শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোর্ডে ব্যক্তিগত পরিচর্যা সংক্রান্ত কাজগুলোর নাম লিখুন।

৩. দলগত কাজ: সকল শিক্ষার্থীকে ৪/৬ টি দলে বিভক্ত করুন। প্রথম ২ টি কাজ [ক) বিছানা প্রস্তুত করা খ) বিছানা থেকে উঠতে সাহায্য করা] দলগুলোর মাঝে বণ্টন করে দিন। তাদেরকে পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৪ ভালোভাবে পড়ে নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলুন এবং ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন। (প্রয়োজনীয় উপকরণ বা নমুনা উপকরণ ব্যবহার করে অভিনয় করার পরামর্শ দিন)

যেকোনো দুটি দলের অভিনয় দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৪. অভিজ্ঞতা বিনিময়: প্রজেক্টরে উক্ত দুটি কাজ কীভাবে করতে হয় তার ভিডিও প্রদর্শন করুন অথবা পোস্টার বা ছবির মাধ্যমে ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দিন।

৫. ভূমিকাভিনয়: এবার কমপক্ষে তিনজনকে ডেকে লটারি/ দৈবচয়িতভাবে যেকোনো একটি করে কাজের ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন।

৬. এরপরও কারও কোনও সমস্যা হলে বাড়িতে গিয়ে ইন্টারনেট থেকে ভিডিও দেখে/ কাজে দক্ষ এমন কারও নিকট থেকে শিখে নিতে বলুন। কেয়ার গিভিংএ সবাইকে উদ্বুদ্ধ করুন।

৮. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৩য় ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি)	মাইন্ড ম্যাপ (১০ মি)	দলগত কাজ : ভূমিকাভিনয় গ, ঘ ও ঙ (২০ মি)	ভিডিও/পোস্টার প্রদর্শন/ (১০)	সারাংশ ও সমাপ্তি (৫মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। গত ক্লাসের পর বাড়িতে তারা কাজগুলো করেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। যারা করেছে তাদের মধ্য থেকে দু/তিনজনকে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলুন।

২. এবার শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোর্ডে ব্যক্তিগত পরিচর্যা সংক্রান্ত পরবর্তী ৩টি কাজের নাম লিখুন।

৩. দলগত কাজ: সকল শিক্ষার্থীকে ৩/৬ টি দলে বিভক্ত করুন। পরবর্তী ৩টি কাজ [গ) দাঁত মাজতে সাহায্য করা ঘ) বাথরুমে যেতে সাহায্য করা ঙ) হাত ধোয়ায় সাহায্য করা] দলগুলোর মাঝে বণ্টন করে দিন। তাদেরকে পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৭ ভালোভাবে পড়ে নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলুন এবং ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন। (প্রয়োজনীয় উপকরণ বা নমুনা উপকরণ ব্যবহার করে অভিনয় করার পরামর্শ দিন)

যেকোনো তিনটি দলের অভিনয় দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৪. অভিজ্ঞতা বিনিময়: প্রজেক্টরে উক্ত তিনটি কাজ কীভাবে করতে হয় তার ভিডিও প্রদর্শন করুন অথবা পোস্টার বা ছবির মাধ্যমে ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দিন।

৫. এবার কমপক্ষে তিনজনকে ডেকে লটারি/ দৈবচয়িতভাবে যেকোনো একটি করে কাজের ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন।

৬. এরপরও কারও কোনও সমস্যা হলে বাড়িতে গিয়ে ইন্টারনেট থেকে ভিডিও দেখে/ কাজে দক্ষ এমন কারও নিকট থেকে শিখে নিতে বলুন। কেয়ার গিভিংএ সবাইকে উদ্বুদ্ধ করুন।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪র্থ ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → মাইন্ড ম্যাপ (১০ মি) → দলগত কাজ : ভূমিকাভিনয় চ, ছ (২৫ মি) → ভিডিও/পোস্টার প্রদর্শন/ (১৫) → ছক পূরণের কাজ বর্ণনা ও সমাপ্তি (৫মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। গত ক্লাসের পর বাড়িতে তারা কাজগুলো করেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। যারা করেছে তাদের মধ্য থেকে দু/তিনজনকে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলুন।

২. মাইন্ড ম্যাপ: এবার শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোর্ডে ব্যক্তিগত পরিচর্যা সংক্রান্ত অন্যান্য কাজগুলোর নাম লিখুন।

৩. দলগত কাজ: সকল শিক্ষার্থীকে ৪/৬ টি দলে বিভক্ত করুন। প্রথম ২টি কাজ [চ) তেল, লোশন ব্যবহার ও চুল আঁচড়াতে সাহায্য করা ছ) হাত ও পায়ের নখ কাটতে সাহায্য করা] দলগুলোর মাঝে বণ্টন করে দিন। তাদেরকে পৃষ্ঠা- ১৫৭ ভালোভাবে পড়ে নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলুন এবং ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন। (প্রয়োজনীয় উপকরণ বা নমুনা উপকরণ ব্যবহার করে অভিনয় করার পরামর্শ দিন)

যেকোনো দুটি দলের অভিনয় দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৪. অভিজ্ঞতা বিনিময়: প্রজেক্টরে উক্ত দুটি কাজ কীভাবে করতে হয় তার ভিডিও প্রদর্শন করুন অথবা পোস্টার বা ছবির মাধ্যমে ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দিন।

৫. এবার কমপক্ষে তিনজনকে ডেকে লটারি/ দৈবচয়িতভাবে যেকোনো একটি করে কাজের ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে বলুন।

৬. এরপরও কারও কোনও সমস্যা হলে বাড়িতে গিয়ে ইন্টারনেট থেকে ভিডিও দেখে/ কাজে দক্ষ এমন কারও নিকট থেকে শিখে নিতে বলুন। কেয়ার গিভিংএ সবাইকে উদ্বুদ্ধ করুন।

৭. এবার পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা-১৫৮ এর একক কাজটি শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন এবং তথ্যগুলো ছক ৮.১-এ লিপিবদ্ধ করে নির্দেশনা অনুযায়ী জমা দেওয়ার পরামর্শ দিন।

৮. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → মাইন্ড ম্যাপ ও অনুভূতি প্রকাশ (১০ মি) → দলগত কাজ : ওষুধ চিনতে সহায়তা করা (২৫ মি) → সারাংশ ও সমাপ্তি (১০মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। যাদের বাড়িতে অসুস্থ কিংবা শিশু আছে তারা গত ক্লাসের পর নিজেদের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে কোনো প্রকার সেবা দিয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন এবং তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

২. মাইন্ড ম্যাপ: এবার স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত কী কী কাজ রয়েছে তা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বোর্ডে একটি মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করুন।

৩. অভিজ্ঞতা বিনিময়: শিক্ষার্থীরা চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র কখনও দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন । অথবা উক্ত ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রোগীকে কখনও ওষুধ সেবন করিয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন ।

৪. দলগত কাজ: শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করুন । কোনো ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ সেবন করানোর ক্ষেত্রে রোগীকে ওষুধ চিনতে কীভাবে সহায়তা করা যায় তা নিয়ে দলে আলোচনা করতে দিন। বেলাভিত্তিক ওষুধ চেনানোর জন্য পাঠ্যপুস্তকের নমুনা ছাড়াও আর কী কী ভাবে চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে তা আলোচনা করে বোর্ডে বা পোস্টারে আঁকতে/লিখতে বলুন।

প্রতিটি দলের উপস্থাপন দেখুন এবং শুনুন, প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

৫. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৬ষ্ঠ ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → দলগত কাজ : থার্মোমিটারে তাপমাত্রা মাপা (৩০ মি) → ভিডিও/পোস্টার প্রদর্শন/ (১৫) → ছক পূরণের কাজ বর্ণনা ও সমাপ্তি (১০মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীরা কখনও নিজেদের জ্বর মেপেছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। জ্বর মাপা সংক্রান্ত কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। যদি এই সংক্রান্ত কোনো অভিজ্ঞতা কারও থাকে তাহলে তা সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন।

২. দলগত কাজ: এবার শিক্ষার্থীদের ৪/৫ টি দলে বিভক্ত করুন এবং সবাইকে পৃষ্ঠা ১৬১ ও ১৬২ বের করে পড়তে বলুন। সবার পড়া শেষ হলে প্রতি দলে একটি করে সাধারণ থার্মোমিটার দিন এবং ধাপ অনুসরণ করে দলের সবার তাপমাত্রা মাপতে বলুন। সবার অনুশীলন করা শেষ হলে থার্মোমিটার জমা নিয়ে নিন। (সব দলের জন্য থার্মোমিটার সংগ্রহ করতে না পারলে একটি থার্মোমিটার দিয়ে প্রথমে নিজে যেকোনো একজন শিক্ষার্থীর শরীরের তাপমাত্রা মেপে দেখান এবং প্রত্যেক দলের দলনেতাকে ডেকে এনে তা অনুশীলন করান এবং পরে যার যার দলে গিয়ে সবাইকে তা শিখিয়ে দিতে বলুন)

৩. অভিজ্ঞতা বিনিময়: প্রজেক্টরে কাজটি কীভাবে করতে হয় তার ভিডিও প্রদর্শন করুন অথবা পোস্টার বা ছবির মাধ্যমে ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দিন।

৪. একইভাবে ডিজিটাল থার্মোমিটারের ব্যবহার সবাইকে অনুশীলন করান এবং সতর্কতাগুলো সবাইকে মনে করিয়ে দিন।

৫. রোগীর সেবার ক্ষেত্রে কীভাবে এবং কতবার শরীরের তাপমাত্রা মাপতে হবে তা বুঝিয়ে বলুন। ছক ৮.২ এর মতো কীভাবে প্রতিবার লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে তাও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলুন।

৬. প্রয়োজনে থার্মোমিটারের ব্যবহার সংক্রান্ত ভিডিও দেখানো যেতে পারে।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৭ম ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (৫ মি) → দলগত কাজ : থার্মোমিটারে তাপমাত্রা মাপা (২৫ মি) → ভিডিও/পোস্টার প্রদর্শন/ (১৫) → ছক পূরণের কাজ বর্ণনা ও সমাপ্তি (৫মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে জ্বর মাপা অনুশীলন করেছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে বলুন।

২. অভিজ্ঞতা বিনিময়: এবার বাড়িতে কোনো রোগী বা বৃদ্ধ বা শিশুদের সাথে শিক্ষার্থীরা কীভাবে সময় কাটায় বা অবসরে তাদের সাথে কীভাবে সময় পার করে তার অভিজ্ঞতা বলতে বলুন।

৩. আলোচনা: শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা দিন।

৪. দলগত কাজ: এবার সবাইকে কয়েকটি দলে ভাগ করুন। বাড়িতে বয়স্ক সদস্য, রোগী কিংবা শিশুদের সাথে কীভাবে সামাজিক পরিচর্যা করা যায় অর্থাৎ গুণগত সময় কীভাবে কাটানোর ব্যবস্থা করা যায় তা দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি দলকে একটি করে পোস্টার ডিজাইন করতে বলুন।

   পোস্টারগুলো দেওয়ালে টানিয়ে/রশিতে ঝুলিয়ে দিতে বলুন। সবাই মিলে তা ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষন করতে দিন।

৫. কেয়ার গিভিং নিয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিমূলক বক্তব্য দিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৮ম-৯ম ক্লাস

৮ম ক্লাস প্রজেক্ট ওয়ার্ক সম্পর্কিত আলোচনা → ১০ম ক্লাস হেলথ ক্যাম্প (নিজ ক্লাসে)

হেলথ ক্যাম্প স্বল্প পরিসরে নিজেদের ক্লাসেই করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করার জন্য স্কুল প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সকল শিক্ষার্থী যেন ক্যাম্পের কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রায়ই দেখা যায়, এই ধরনের কার্যক্রমে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী নেতৃত্বে থাকে, তারা অন্যান্যদের ওপর প্রধান্য বিস্তার করে। এই জাতীয় ঘটনা যেন না ঘটে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে ভীতিহীন পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। যারা সেবা নিতে আসবে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের রিহার্সেল দেওয়া যেতে পারে।

নিজ এলাকা, অভিভাবক ও স্কুল প্রশাসনের সহযোগিতা ইত্যাদির প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে পুরো পরিকল্পনা করতে হবে। পরিবেশ ও সামর্থ্য অনুযায়ী কার্যক্রমটি পরিচালনা করতে হবে। অন্য কোনও বিষয়ে এই ধরনের কার্যক্রমের উল্লেখ থাকলে সেক্ষেত্রে উভয় বিষয়ের শিক্ষক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একত্রে একটি হেলথ ক্যাম্পের পরিকল্পনা করতে পারেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে দুটি বিষয়ের যোগ্যতা পরিমাপের জন্য পারদর্শিতা মাত্রা অনুযায়ী পরিমাপের সুযোগ আছে কিনা, তা পরিকল্পনা করার সময় নিশ্চিত করতে হবে। দুই বিষয়ের জন্য সমন্বিত করে একটি হেলথ ক্যাম্প করা হলে শিক্ষার্থীদের জন্যও বোঝা কমবে।

আরও বেশি ক্লাসের প্রয়োজন হলে নেওয়া যেতে পারে।

স্কিল কোর্স: তিন
মুরগি পালন

১ম ক্লাস

শুভেচ্ছা বিনিময় ও গল্প পড়া (১০ মি) → অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → দলগত কাজ: উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও ঘর তৈরি (২০মি) → আলোচনা: ছবি/ভিডিও (১০ মি) → উৎসাহ সৃষ্টি (১০ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। শিক্ষার্থীদেরকে নতুন স্কিল কোর্সে স্বাগত জানান।

২. পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৬৭ এর গল্পটি সবাইকে পড়তে দিন।

৩. অভিজ্ঞতা বিনিময়: এবার শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, কারও বাড়িতে মুরগি পালন করা হয় কিনা ? নিজেদের বাড়িতে মুরগি পালন করলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায় তা জিজ্ঞেস করুন । অনেকে বলতে চাইলে তাদের মধ্য থেকে একজনকে উত্তর বলতে বলুন। অন্যরা আরও কিছু পয়েন্ট যুক্ত করতে চাইলে তা শুনুন।

৪. দলগত কাজ: শিক্ষার্থীদের ৪/৬টি দলে (শিক্ষার্থীদের অনুপাতে) বিভক্ত করুন এবং ২/৩ টি দলকে মুরগি পালনের পদ্ধতি এবং ২/৩টি দলকে মুরগির ঘর তৈরি কীভাবে করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০ এর সহায়তা নিতে বলুন। তাদের আলোচনা পোস্টারে উপস্থাপন করতে বলুন।

   পোস্টারগুলো দেয়ালে/রশিতে/বোর্ডে টানিয়ে দিতে বলুন এবং সকল দলকে ঘুরে ঘুরে পোস্টারগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।

৫. আলোচনা: এবার মুরগি পালনের পদ্ধতি ও মুরগির ঘর তৈরি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। প্রয়োজনে এই সংক্রান্ত ভিডিও, ছবি প্রদর্শন করুন।

৬. মুরগি পালন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মাঝে আগ্রহ তৈরি করুন, উৎসাহ দিন। শহরে বাসাবাড়িতে স্বল্প জায়গায় ইচ্ছে করলে দুই চারটি মুরগিপালন করা যায় এই বিষয়ে আলোচনা করুন। যদি সম্ভব হয় তাহলে নিজেদের বাড়ির আশে পাশে কোথাও কেউ মুরগি পালন করে কিনা তা জেনে তাদের মুরগির ঘর দেখে আসার পরামর্শ দিন।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

২য় ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন (১০ মি) → মুরগির ঘরের চিত্র অঙ্কন (২০মি) → মডেল তৈরির নির্দেশনা (১০ মি)

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। কেউ বাস্তবে মুরগির ঘর দেখতে পেরেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। কেউ দেখে আসলে তাকে সামনে এসে বর্ণনা করতে বলুন।

২. এবার মুরগির বিভিন্ন প্রকার ঘর সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করুন। ছবি দেখান অথবা বোর্ডে এঁকে দিন।

৩. ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন: বিভিন্ন সহজলভ্য উপকরন দিয়ে মুরগির ঘর তৈরির ভিডিও প্রদর্শন করুন। (অথবা সম্ভব হলে স্কুলের পার্শ্ববর্তী কোনোও বাড়িতে এরকম ঘর থাকলে শিক্ষার্থীদেরকে সাথে করে নিয়ে যান এবং তাদেরকে নোট নিতে বলুন।)

৪. চিত্র অঙ্কন: এবার শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৭১ পড়তে দিন এবং নিজেদের খাতায় মুরগির ঘরের একটি চিত্র আঁকতে দিন।

৫. বাড়ির কাজ: বাড়িতে সহজলভ্য উপকরন দিয়ে মুরগির ঘরের একটি মডেল তৈরি করে পরবর্তী ক্লাসে আনতে বলুন।

৬. শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস শেষ করুন।

৩য় ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন (১৫ মি) → দলগত কাজ: মুরগির জাত (২০মি) → পোস্টার ডিজাইন (১৫ মি)

১. শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। তারা কেউ কোনও মুরগির নাম জানে কিনা এবং সেগুলো পালন করার জন্য বাচ্চা কোথায় পাওয়া যায় তা জিজ্ঞেস করুন। কয়েকজনের উত্তর শুনুন।

২. ছবি/ভিডিও প্রদর্শন: এবার বিভিন্ন ধরনের মুরগির ছবি/ভিডিও প্রদর্শন করুন এবং ছবি দেখে বিভিন্ন ধরনের মুরগির শনাক্তকারী বৈশিষ্টগুলো শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।

৩. দলগত কাজ: শিক্ষার্থীদের ৬টি দলে বিভক্ত করে পাঠ্যবইয়ের ১৭২ পৃষ্ঠা পড়তে দিন। প্রতিটি দলে পোষ্টার পেপার সরবরাহ করুন এবং বিভিন্ন জাতের মুরগির নাম অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যগুলো সাজিয়ে পোস্টার ডিজাইন করে দেয়ালে/রশিতে/বোর্ডে টানাতে বলুন।

৪. সবাইকে পোস্টার দেখতে বলুন। দেখা শেষ হলে নিজেদের জায়গায় বসতে বলুন।

৫. এবার কে কোন ধরনের মুরগি পালনে আগ্রহী এবং কেন তা জিজ্ঞেস করুন। কয়েকজনের উত্তর শুনুন। এরপর ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৪র্থ ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) | ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন (১৫ মি) | দলগত কাজ: মুরগির খাবার (২৫মি) | সতর্কতা এবং উদ্বুদ্ধ করণ(১০ মি)

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাস শুরু করুন।

২. অভিজ্ঞতা বিনিময়: বাড়িতে অভিভাবকের সাথে মুরগি পালন বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। কেউ মুরগি পালনের জন্য কোনো পরিকল্পনা করেছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করুন।

এবার যারা মুরগি পালন দেখেছে তাদেরকে মুরগি কী খায় তা জিজ্ঞেস করুন। কেউ বাস্তবে না দেখে থাকলে অনুমান করে বলতে বলুন।

৩. ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন: এবার বিভিন্ন ছবি ও ভিডিওয়ের সাহায্যে মুরগির খাবার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. দলগত কাজ: এবার সবাইকে ৫/৬ টি দলে বিভক্ত করুন এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৪ খুলতে বলুন। কয়েকটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিন এবং মুরগির খাবার তৈরি সম্পর্কে ভালোভাবে পড়ে সেগুলোর উত্তর পোস্টারে লিখতে বলুন:

ক) মুরগির সুষম খাবার কেন প্রয়োজন?

খ) মুরগিকে বাড়তি কী কী খাবার দিতে হয়?

গ) মুরগির রেশন বানানোর সময় কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়?

পোস্টার ডিজাইন করে দেয়ালে/রশিতে/বোর্ডে টানাতে বলুন। সবাইকে পোস্টার দেখতে বলুন । দেখা শেষ হলে নিজেদের জায়গায় বসতে বলুন।

৫. এবার মুরগির জাত ও বয়স বুঝে খাবার দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করুন এবং সবাইকে বাড়িতে অন্তত একটি বা দুটি মুরগি পালনে উদ্বুদ্ধ করুন।

৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৫ম ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) | মাইন্ড ম্যাপ : মুরগির পরিচর্চা (২৫ মি) | আলোচনা ও ভিডিও প্রদর্শন (২০মি) | সতর্কতা এবং উদ্বুদ্ধ করণ (১৫ মি)

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাস শুরু করুন। বাড়িতে কেউ মুরগি পালন শুরু করেছে কিনা জিজ্ঞাস করুন। কেউ শুরু করে থাকলে তার অভিজ্ঞতা সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন।

২. মাইন্ড ম্যাপ: এবার কীভাবে মুরগির পরিচর্যা করতে হয় তা সবার সাথে আলোচনার মাধ্যমে বোর্ডে একটি মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করুন।

৩. আলোচনা ও ভিডিও প্রদর্শন: প্রতিদিনের নিয়মিত পরিচর্যা এবং বাৎসরিক পরচর্যা সম্পর্কিত নিয়ম-

কানুনগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন। স্বল্প পরিসরে পালনের ক্ষেত্রেও কীভাবে পরিচর্যা করতে হবে তা ব্যাখ্যা করুন।

এই সংক্রান্ত কোনও ভিডিও থাকলে সেগুলো প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা করুন।

৪. কারও কোনও প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন, থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

৫. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

৬ষ্ঠ ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (১০ মি) → ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন (১৫ মি) → আলোচনা: মুরগির রোগ ব্যবস্থাপনা (২৫মি) → আলোচনা: রোগ প্রতিকার/করণীয় (১০ মি)

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাস শুরু করুন।

২. অভিজ্ঞতা বিনিময়: যারা মুরগি পালন শুরু করেছে তাদের মুরগিগুলো এ পর্যন্ত কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন। অথবা কেউ কখনও আক্রান্ত মুরগি দেখেছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন।

রোগাক্রান্ত মুরগি সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা সবার সাথে বিনিময় করতে বলুন।

৩. ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন: মুরগির কিছু সাধারণ রোগ সম্পর্কিত ছবি বা ভিডিও দেখিয়ে মুরগির রোগ এবং এর লক্ষণ সম্পর্কে সবাইকে স্বচ্ছ ধারণা দিন।

৪. আলোচনা: এবার সবাইকে রোগ প্রতিকারের উপায় সম্পর্কেবিস্তারিত আলোচনা করুন, ইতোপূর্বে যারা নিজেদের পালিত মুরগির রোগ ব্যবস্থাপণা করেছে তাদের অভিজ্ঞতা সবার সাথে বিনিময় করতে বলুন।

সবার আলোচনা থেকে এবার মুরগির রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশনাগুলো সবার সাথে আলোচনা করুন।

৫. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

.....

৭ম ক্লাস

শুভেচ্ছা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (১৫ মি) → টিকা দেওয়া প্রদর্শন (৩০ মি) → সতর্কতা এবং উদ্বুদ্ধ করণ (১৫ মি)

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাস শুরু করুন। বাড়িতে পালিত মুরগিকে টিকা দেওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করুন। টিকা দিয়ে থাকলে কোথায় দিয়েছে তা জিজ্ঞেস করুন।

২. ভিডিও বা সরাসরি প্রদর্শন : এবার কীভাবে মুরগির টিকা দিতে হয় তা একটি ভিডিওর মাধ্যমে সবাইকে দেখানোর ব্যবস্থা করুন। অথবা সম্ভব হলে স্থানীয় কোনো খামারি (টিকাদানে দক্ষ) অথবা উপজেলা

প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সম্প্রসারণ) এর সাথে যোগাযোগ করে স্থানীয় মাঠকর্মীকে এনে কারও মুরগিকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

৩. টিকা দেওয়ার মাত্রা সংক্রান্ত চার্টটি বোর্ডে লিখে দিন অথবা প্রজেক্টরে প্রদর্শন করুন এবং ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৪. টিকা প্রদান সংক্রান্ত সতর্কতাগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৫. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করুন।

.....

৮ম ক্লাস

শুভেচ্ছা বিনিময় (৫ মি) → 'এসো ভেবে দেখি' সংক্রান্ত আলোচনা (১০ মি) → স্বমুলয়ায়ন ছক পূরণ (৩০মি)

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাস শুরু করুন। শিক্ষার্থীদের বাড়িতে পালিত মুরগি কেমন আছে তা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিন।

২. ভিডিও প্রদর্শন: মুরগির খামার, খামারে মুরগিকে খাবার প্রদান ও পরিচর্যা, মুরগি বিক্রয় ইত্যাদি সংক্রান্ত একটি ভিডিও দেখিয়ে মুরগি পালন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করুন।

৩. স্বমূল্যায়ন ছক: এবার সকল শিক্ষার্থীকে স্বমূল্যায়ন ছকটি পূরণ করতে দিন। এটি পূরণ করার সময় ঘুরে ঘুরে সবাইকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন, একজন অন্যজনের সাথে আলাপ আলোচনা বা দেখাদেখা করে যেন লিখতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

৪. সবার লেখা শেষ হলে দু/একজনের ছক পর্যবেক্ষণ করুন।

৫. এবার উক্ত ছকের নিচে অভিভাবকের মতামত লিখে তাদের স্বাক্ষরসহ পরবর্তী ক্লাসে জমা দিতে বলুন।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, আপনাদের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে শ্রেণিভিত্তিক ক্লাসের নকশাগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, এগুলো নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রমে আপনাদেরকে সহায়তা করবে। অভিজ্ঞতামূলক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে আপনাদেরকে পরিচিত করে তোলাই এই সহায়িকার উদ্দেশ্য। লক্ষ্য রাখবেন, অভিজ্ঞতামূলক শিখনের ধাপগুলো সবসময়ই ধারাবাহিক বা পর্যাক্রমিকভাবে অনুসরণ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে; কখনও একই ধাপের পুনরাবৃত্তিও হতে পারে। নিজ নিজ এলাকার পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। যৌক্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করেও কার্যক্রম চালানো যেতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবনী চিন্তা, সৃজনশীল যেকোনো কৌশল এর সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, শিখনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকে নির্ধারিত কাজ, ছকগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে এবং উন্নয়নের অগ্রগতি অবশ্যই নিয়মিত তদারকির মধ্যে রাখতে হবে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, অগ্রগামী শিক্ষার্থী এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হতে পারে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী তত্ত্বাবধান করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

জীবন ও জীবিকা বিষয়টিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন সারা বছর ধরেই পরিচালনা করতে হবে ; পারদর্শিতার নির্দেশকের (PI) ভিত্তিতে মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। কোনো একটি পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থী বিভিন্ন মাত্রায় থাকতে পারে। তা পরিমাপের জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অবস্থানের তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা প্রারম্ভিক (Elementary), বিকাশমান বা অন্তর্বর্তীকালীন (Intermediate) ও দক্ষ (Expert) (স্তর অনুযায়ী অর্জনের পথে) হিসেবে ধরা হবে। এ মাত্রাসমূহ পারদর্শিতার পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের গুণগত বিবরণী (যা পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত বিভিন্ন কার্যক্রম, ছক, টুল, রুব্রিক্স ইত্যাদি) দিয়ে পরিমাপ করা হবে। শিক্ষক বা মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর কার্যক্রম এবং তার পারদর্শিতা পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করে পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থী কোন মাত্রায় (প্রারম্ভিক বা বিকাশমান/অন্তবর্তীকালীন বা দক্ষ) আছে তা নির্ধারণ করতে হবে। কোনো একটি একক যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রার সমন্বয়ে ঐ একক যোগ্যতা অর্জনে সে কোন মাত্রায় আছে তা নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ কোন একটি একক যোগ্যতার পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহের সমন্বিত অবস্থান ঐ যোগ্যতায় শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্দেশ করবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের পাশাপাশি একটি শিক্ষাবর্ষে দুইবার সামষ্টিক মূল্যায়নও করতে হবে। প্রতি ছয়মাস অন্তর সামষ্টিক মূল্যায়ন করতে হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে কেবল লিখিত পরীক্ষা অর্থাৎ শুধুমাত্র কাগজ-কলম নির্ভর পরীক্ষা হবে বিষয়টি এমন নয়। সামষ্টিক মূল্যায়নে যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূল্যায়নের বহুমুখী পদ্ধতি যেমন- অ্যাসাইনমেন্ট, প্রকল্প, প্রতিবেদন কিংবা অনুষ্ঠানের আয়োজনধর্মী বিশেষ কোনো কার্যক্রমও থাকতে পারে। সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থী কোন অবস্থানে আছে তা জানাই এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। এইসব কার্যক্রমে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) মূল্যায়নের আওতায় নাও আসতে পারে। তবে নকশা বা পরিকল্পনা করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে অধিকাংশ নির্দেশকগুলো যেন মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

উভয় প্রকার মূল্যায়নে পারদর্শিতার নির্দেশকের (PI) ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত কৃতিত্ব একত্রিত করে ফলাফল চূড়ান্ত করতে হবে অর্থাৎ এই দুই ধরনের মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ইনপুটের ভিত্তিতে অর্জিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহের মাত্রা নির্ধারিত ফর্মুলায় সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। আবার একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারিত ফর্মুলায় সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার আদর্শ অর্জনে তার অবস্থান নির্ধারণ করবে, যা পরবর্তীতে ঐ বিষয়ের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হিসেবে রিপোর্ট কার্ড বা অগ্রগতির প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হবে।

আমরা প্রত্যাশা করি, সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে অবশ্যই সক্ষম হব।

তৈরি পোশাক শিল্প: উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় আকাশ ছোঁয়ার বাসনা

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাক শিল্প হতে। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। এই তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত মোট কর্মীর প্রায় ৫০ শতাংশই নারী। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশ তৈরি পোশাক শিল্প থেকে আসে। বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকাশক্তি এবং বিপুল সম্ভাবনার এই শিল্পের মান উন্নয়ন ও শ্রমিকদের নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকার ও বেসরকারি উদ্যোক্তাবৃন্দ একযোগে কাজ করছেন।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

৭ম শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

জীবন ও জীবিকা

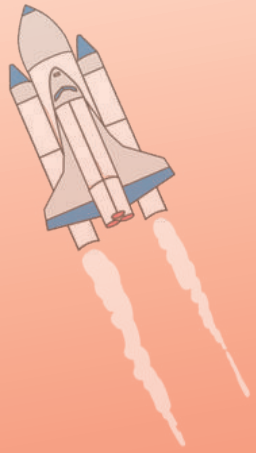

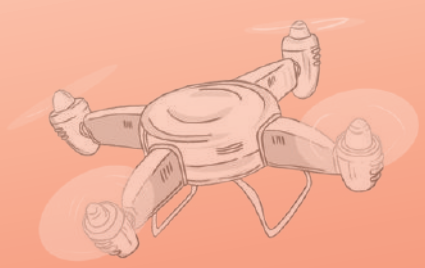

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য